মুহাম্মাদ (সা.) কে প্রেরণের উদ্দেশ্য
এবং
তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি

প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান

F.R.C.S (Glasgow)

চেয়ারম্যান

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

বিভাগীয় প্রধান, সার্জারী বিভাগ

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)

১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি

মগবাজার, রমনা, ঢাকা।

ফোনঃ ০২-৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯-৪৭৪৬১৭, ০১৯৭৯-৪৬৪৭১৭

E-mail: qrfbd2012@gmail.com

www.qrfbd.org

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০০৬

৭ম সংস্করণ : জুলাই ২০১৭

কম্পিউটার কম্পোজ

Q R F

মূল্য : **৬৬** টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই

অথেন্টিক প্রিন্টার্স

২১৭/৩, ১নং গলি, ফকিরাপুল

মতিঝিল, ঢাকা

মোবাইল: ০২-৭১৯২৫৩৯

সূচীপত্র

ক্রম.	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
০১.	চিকিৎসক হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম	০৬
০২.	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১০
০৩.	আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা	২০
০৪.	মূল বিষয়	২১
০৫.	মুহাম্মাদ (সা.) কে প্রেরণের উদ্দেশ্য জানার গুরুত্ব	২১
০৬.	মুহাম্মাদ (সা.) কে প্রেরণের উদ্দেশ্য	২২
৬.১	মুহাম্মাদ (সা.)কে প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে Common sense	২৩
৬.২	আল কুরআন থেকে কোন বিষয়ের তথ্য খুজে পাওয়ার পূর্বশর্ত	২৯
৬.৩	মুহাম্মাদ (সা.)কে প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল কুরআন	৩১
৬.৪	মুহাম্মাদ (সা.) কে প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুন্নাহ	৩২
৬.৫	মুহাম্মাদ (সা.) কে প্রেরণের উদ্দেশ্যের বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়	৩৩
৬.৬	হিজরাত থেকে ইসলামকে বিজয়ী করার ব্যাপারে শিক্ষা	৩৩
০৭.	মুহাম্মাদ (সা.) এর ‘সঠিক অনুসরণ’ বোঝার মাপকাঠি	৩৬
৭.১	মুহাম্মাদ (সা.)-এর ‘সঠিক অনুসরণ’ বোঝার মাপকাঠির বিষয়ে Common sense	৩৭
৭.২	মুহাম্মাদ (সা.)-এর ‘সঠিক অনুসরণ’ বোঝার মাপকাঠির বিষয়ে কুরআন	৩৯
৭.৩	রাসূল মুহাম্মাদ (সা.)এর ‘সঠিক অনুসরণ’ বোঝার মাপকাঠি সম্পর্কে সুন্নাহ	৪৩
৭.৪	প্রতিরোধের ধরনসমূহ	৪৪
৭.৫	প্রতিরোধ যাদের নিকট থেকে অবশ্যই আসতে হবে	৪৪
৭.৬	আদম (আ.) ও সোলায়মান (আ.) এর উপর প্রতিরোধ এসেছিল কিনা	৪৫
৭.৭	রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) এর ‘সঠিক অনুসরণ’ বোঝার মাপকাঠি সম্বন্ধে ইসলামের সার্বিক চূড়ান্ত রায়	৪৬
০৮.	মুহাম্মাদ (সা.) কে প্রেরণের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের উপযুক্ত জনশক্তি তৈরীর পদ্ধতির বিষয়ে কুরআন	৪৬
০৯.	মুহাম্মাদ (সা.)কে অনুসরণ করামূলক কাজটি কবুল হওয়ার জন্য সার্বিকভাবে যে শর্তসমূহ পূরণ করতে হবে	৪৯
১০.	শেষ কথা	৫১

আলোচ্য বিষয়ের সারসংক্ষেপ

রাসূল মুহাম্মাদ (সা.)কে অনুসরণ করা সকল মুসলিমের জন্য ফরজ। এ কাজে সফল হওয়া না হওয়ার উপর নির্ভর করে একজন মুসলিমের দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা ও ব্যর্থতা। বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের রাসূল (সা.)-এর অনুসরণ করার বিষয়টি পর্যালোচনা করলে সহজে বুঝা যায়- মুহাম্মাদ (সা.)কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাকে যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা তা বুঝার মাপকাঠি সম্পর্কে অধিকাংশ মুসলিমের ধারণার সাথে ঐ বিষয়ে কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর তথ্যের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। এটি মুসলিমদের বর্তমান চরম অধঃপতনের একটি মূল কারণ। পুস্তিকাটি বিষয় দু'টি সম্পর্কে যথাযথ তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তরণের পথে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে ইনশাআল্লাহ। আমিন! ছুম্মা আমিন!!

চিকিৎসক হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ। আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিলো। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। বিলাত থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড় বড় বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রী নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড় বড় বই পড়ে বড় চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবখানি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো।

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষা জীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বুঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়। কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি, ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতোটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকখানা তাফসীর দেখেছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় তিন বছর সময় লাগে।

পুরো কুরআন মাজীদ পড়ে ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মৌলিক বিষয়সহ আরো অনেক বিষয় জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্যে যে, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দেয়। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করলো–

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, তা যারা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটখাট গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা: কোন জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থ কিছু পাওয়া। ছোট ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড় ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড় কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন- তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোট ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেনো তাদের পেট আগুন দিয়ে ভরলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোট-খাট গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের ছোট-খাট গুনাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কিভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতখানি আমার মনে পড়ল-

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থ: এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেনো কোন সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মু'মিনদের জন্য এটা উপদেশ ।

(আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা: কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের অন্তরে দু'টি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে-

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বুঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থাকে (বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে) এড়ানোর (overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা (না বলা) অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দূরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দু'টি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রাসূল (সা.)-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন- মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না (বলা বন্ধ করবে না) বা ঘুরিয়ে বলবে না।

কুরআনের অন্য জায়গায় (আল-গাশিয়াহ/৮৮ : ২২, আন-নিসা/ ৪ : ৮০) আল্লাহ রাসূল (সা.)কে বলেছেন- পৃথিবীর সকল মানুষ কখনই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই, তুমি কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের নিকট উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা তোমার দায়িত্ব নয়। কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখনিতে কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করব।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মেশকাত শরীফ (সিহাহ সিত্তার প্রায় সব হাদীসসহ আরো অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর আমি লেখা আরম্ভ করি। বইটি লেখা আরম্ভ করি ০১.০১.১৯৯৭ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআনিআ (কুরআন নিয়ে আলোচনা) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত ভাই ও বোনেরা এবং কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি তিনি যেনো এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রাসূল (আ.) ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের নিকট অনুরোধ যদি এই লেখায় কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেনো আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন-এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

০১.০১.১৯৯৭

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস হলো তিনটি- কুরআন, সুন্নাহ এবং Common sense। কুরআন হলো আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান। সুন্নাহ হলো আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে এটি আল্লাহ প্রদত্ত মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা। আর Common sense হলো আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে এ তিনটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুস্তিকাটির জন্য এই তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেয়া যাক।

ক. আল কুরআন

কোনো কিছু পরিচালনার বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হলো সেটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দিয়েছেন। লক্ষ্য করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোনো জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা পরিচালনার বিষয় সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ঐ ম্যানুয়ালে থাকে যন্ত্রটা চালানোর সকল মূল বিষয় ও কিছু আনুসঙ্গিক বিষয়। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্য করেন যে, ভোক্তারা যেনো ঐ যন্ত্রটা চালানোর মূল বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই জ্ঞানটি ইঞ্জিনিয়াররা মূলত পেয়েছেন মহান আল্লাহ থেকে। আল্লাহই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার বিষয়াবলী সম্বলিত ম্যানুয়াল (আসমানী কিতাব) সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ঐ আসমানী কিতাবে আছে তাদের জীবন পরিচালনার সকল মূল বিষয় (প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়), অধিকাংশ দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক বিষয় (প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়) এবং কিছু অমৌলিক বিষয়।

এটা আল্লাহ এজন্য করেছেন যে, মানুষ যেনো তাদের জীবন পরিচালনার মূল বিষয়গুলোতে ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল কুরআন। আল্লাহর এটা ঠিক করা ছিলো যে, রাসূল মুহাম্মদ (সা.) এর পর আর কোনো নবী-রাসূল (আ.) দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই, তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল কুরআনের তথ্যগুলো যাতে রাসূল (সা.) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরও সময়ের বিবর্তনে মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোনো কমবেশি না হয়ে যায়, সেজন্য কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রাসূল (সা.)-এর মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ নয়, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল মূল বা প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যে সকল বিষয়ে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে ঐ সব বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হলো, সবক'টি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোনো বিষয়ের একটা দিক এক

আয়াতে এবং আর একটা দিক অন্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যই কুরআন নিজে এবং ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইমাম ইবনে কাসীর প্রমুখ মনীষী বলেছেন-'কুরআন তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কুরআনের তাফসীর কুরআন দ্বারা করা।'

(গোলাম আহমাদ বাররী, তারীখে তাফসীর, পৃষ্ঠা- ১৩৮)

তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেনো অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সূরা নিসার ৮২নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন- কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো কথা নেই। বর্তমান পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. সুন্নাহ (হাদীস)

সুন্নাহ হলো কুরআনের বক্তব্যের বাস্তব রূপ বা ব্যাখ্যা। আর এ ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহর নিয়োগপ্রাপ্ত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে। রাসূল (সা.) নবুওয়াতী দায়িত্ব পালন করার সময় আল্লাহ তা,য়ালার অনুমতি ছাড়া কোনো কথা, কাজ বা সমর্থন করতেন না। তাই সুন্নাহও প্রমাণিত জ্ঞান। কুরআন দ্বারা যদি কোনো বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায় তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। ব্যাখ্যা মূল বক্তব্যের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হয়, কখনও বিরোধী হয়না। তাই সুন্নাহ কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে। কখনও বিরোধী হবেনা। এ কথাটি আল্লাহ তা,য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন সূরা আল হাক্কাহ এর ৪৪-৪৭ নং আয়াতের মাধ্যমে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ

অনুবাদঃ আর সে যদি আমার বিষয়ে কোনো কথা বানিয়ে বলতো। অবশ্যই আমরা তাকে ডান হাতে (শক্ত করে) ধরে ফেলতাম। অত:পর অবশ্যই আমরা তার জীবন-ধমনী কেটে দিতাম। অত:পর তোমাদের মধ্যে কেউই নেই যে তা থেকে আমাকে বিরত করতে পারতে।

(আল হাক্কাহ/৬৯: ৪৪-৪৭)

একটি বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্যাখ্যাকারীকে কোনো কোনো সময় এমন কথা বলতে হয় যা মূল বিষয়ের অতিরিক্ত। কিন্তু তা মূল বিষয়ের বিরোধী নয়। তাই কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে যেয়ে রাসূল (সা.) এমন কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই বা কুরআনের বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়ও নয়। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস থেকেও কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে ঐ বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীসকে যেন দুর্বল হাদীস রহিত (Cancel) করে না দেয়। হাদীসকে পুস্তিকার তথ্যের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হিসেবে ধরা হয়েছে।

গ. Common sense

কুরআন ও সুন্নাহ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস তথ্যটি প্রায় সকল মুসলিম জানে ও মানে। কিন্তু Common sense যে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের একটি উৎস এ তথ্যটি বর্তমান মুসলিম উম্মাহ একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। Common sense নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'Common sense-এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেনো'** নামক পুস্তিকাটিতে। তবে Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব ইত্যাদি দিক সম্পর্কিত বাস্তবতা, কুরআন ও হাদীসের কিছু তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলো। তথ্যগুলো পৃথিবীর সকল মানুষ বিশেষ করে মুসলিমদের জানা ও মানা দরকার।

বাস্তবতা

মানুষের জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে শরীরের জন্য কোনটি উপকারী (সঠিক) এবং কোনটি ক্ষতিকর (ভুল বা রোগসৃষ্টিকারী) তা পার্থক্য করতে পারা এবং উপকারী জিনিস শরীরে ঢুকতে দেয়া ও ক্ষতিকর জিনিস ঢোকা প্রতিরোধ করার জন্য রোগপ্রতিরোধ ব্যবসহা (Immunological System) নামের মহাকল্যাণকর এক দারোয়ান আল্লাহ সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। মানুষের জীবন শান্তিময় হওয়ার জন্য সঠিক জ্ঞান ও ভুল জ্ঞান পার্থক্য করতে পারা এবং জ্ঞানের রাজ্যে সঠিক জ্ঞান ঢুকতে দেয়া ও ভুল জ্ঞান ঢোকা প্রতিরোধ করতে পারার বিষয়টিও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ রোগ প্রতিরোধ ব্যবসহা নামের মহাকল্যাণকর এক দারোয়ান সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। তাই সহজে বলা যায়, সঠিক জ্ঞান ও ভুল জ্ঞান পার্থক্য করতে পারা এবং জ্ঞানের রাজ্যে সঠিক জ্ঞান ঢুকতে দেয়া ও ভুল জ্ঞান ঢোকা প্রতিরোধ করতে পারার জন্য কোনো একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান জন্মগতভাবে সকল মানুষকে মহান আল্লাহর দেয়ার কথা। বাস্তবে আল্লাহ তা'য়ালা সকল মানুষকে তা দিয়েছেন। সে দারোয়ান হলো বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান।

কুরআন

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۝ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۝ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ؕ

অনুবাদ: কসম মনের (অন্তর/Mind) এবং তাঁর যিনি তাকে সঠিকভাবে গঠন করেছেন। অত:পর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক), (পার্থক্য করার শক্তি)। অবশ্যই সে সফল হবে যে তাকে (ঐ শক্তিকে)

উৎকর্ষিত করবে। আর অবশ্যই সে ব্যর্থ হবে যে তাকে (ঐ শক্তিকে) অবদমিত করবে।

(আশ্-শামস/৯১ : ৭, ৮)

ব্যাখ্যা: ভুল ও সঠিক পার্থক্য করার শক্তি হলো 'জ্ঞানের শক্তি'। মহান আল্লাহ মানুষকে জন্মগতভাবে দু'টি শক্তি দিয়েছেন-জীবনী শক্তি ও জ্ঞানের শক্তি। জীবনী শক্তি দেয়ার আল্লাহর পদ্ধতি হলো 'ফুঁক', যা তিনি জানিয়েছেন সূরা হিজরের ২৯ নং আয়াতে-

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ

অনুবাদ: যখন আমি তাকে বিন্যস্ত করবো এবং আমার রূহ থেকে কিছু তাকে ফুঁকে দেবো তখন তোমরা তাঁর প্রতি সিজদাবনত হবে।

(হিজর/১৫: ২৯)

অন্যদিকে মানুষকে জ্ঞানের শক্তি দেয়ার আল্লাহর পদ্ধতি হলো 'ইলহাম'। যা তিনি জানিয়েছেন সূরা শামসের ৭ ও ৮ নং আয়াতের মধ্যে।

তাই, সূরা শামসের ৮নং আয়াতখানিতে মহান আল্লাহ বলেছেন- তিনি জন্মগত-ভাবে 'ইলহাম'-এর মাধ্যমে মানুষকে জ্ঞানের শক্তি দিয়েছেন। জন্মগতভাবে লাভ করা এই জ্ঞানের শক্তিকে বোধশক্তি, বিবেক, Common sense, আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান বা **عقل** বলে। এ কথাটি যে সত্য, তা আমরা সকলেই অনুভব করি।

অন্যদিকে, সূরা শামসের ৯ ও ১০ নং আয়াত থেকে জানা যায় জন্মগতভাবে লাভ করা এই শক্তিটি উৎকর্ষিত বা অবদমিত হতে পারে। তাই Common sense এর তথ্য সঠিক ও ভুল উভয়টি হতে পারে। তাই Common sense এর তথ্য অপ্রমাণিত (সাধারণ)।

হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ 'مُسْنَدِهِ' حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ وَابِصَةَ بْنَ مَعْبَدٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: جِئْتُ إِلَى رَسُولِ ﷺ أَسْأَلُهُ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ، فَقَالَ: جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ، وَالْإِثْمِ. فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا جِئْتُكَ أَسْأَلُكَ عَنْ غَيْرِهِ،

فَقَالَ: الْبِرُّ مَا انْشَرَحَ لَهُ صَدْرُكَ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَإِنْ أَفْتَاكَ عَنْهُ النَّاسُ.

অনুবাদ: *ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.), আবূ আবদুল্লাহ আস-সুলামী (রা.)-এর বলা বর্ণনা, সনদের ৪র্থ ব্যক্তি আবদুর রহমান বিন মাহদী থেকে শুনে তাঁর হাদীস গ্রন্থে লিখেছেন-* আবূ আবদুল্লাহ আস-সুলামী (রা.) বলেন, আমি রসূল (সা.)-এর সাহাবী ওয়াবেসাকে (রা.) বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন যে, আমি রসূল (সা.)-এর নিকট নেকী ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে আসলাম। তখন রসূল (সা.) বললেন, তুমি কি নেকী ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? তখন আমি বললাম: আপনাকে যিনি সত্যসহ নবী হিসেবে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন তার শপথ করে বলছি, আমি এটি ভিন্ন অন্য কিছু জিজ্ঞেস করতে আসিনি। তখন রসূল (সা.) বললেন, নেকী হল সেটি যা দ্বারা তোমার **ছদর** স্বস্তি/প্রশান্তি লাভ করে। আর পাপ হলো সেটি, যা তোমার **ছদরে** সন্দেহ/ সংশয়/অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও মানুষ তোমাকে সে বিষয়ে ফতোয়া দেয়।

- *হাদীসটি সনদ ও মতন সহীহ*
- *মুসনাদে আহমাদ, আবূ আবদুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল আশ-শায়বানী, (কায়রো: দারুল হাদীস, ২০১২ খ্রী.)* مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ *(সিরিয়ান সাহাবীদের হাদীস)* حَدِيثُ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْأَسَدِيِّ نَزَلَ الرَّقَّةَ *(ওয়াবেসা বিন মা,বাদ আল-আসাদী-এর হাদীস), ১০ম খণ্ড, হাদীস নং ১৭৯২২, পৃ. ৫৬৩।*

ব্যাখ্যা: এ হাদীসখানিসহ অন্যান্য হাদীস থেকে জানা যায়- মানুষের মনে একটি শক্তি আছে যা বুঝতে পারে কোনোটি সঠিক ও কোনোটি ভুল। মানুষের মনের ঐ শক্তিকে বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান বলে।

হাদীসখানির শেষে 'যদিও মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়' কথাটির মাধ্যমে রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন, কোনো মানুষ যদি এমন কথা বলে যাতে মন সায় দেয় না, তবে বিনা যাচাইয়ে তা মেনে নেয়া যাবে না। সে ব্যক্তি যত বড় মুফাসসির, মুহাদ্দিস, মুফতি, প্রফেসর, চিকিৎসক বা ইঞ্জিনিয়ার হোক না কেনো।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ 'مُسْنَدِهِ' حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟

অনুবাদঃ *ইমাম আহমদ (রহ.), আবু হুরায়রা (রা.)-এর বলা বর্ণনা, সনদের ৫ম ব্যক্তি আব্দুল আলা থেকে শুনে তাঁর হাদিস গ্রন্থে লিখেছেন-* আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, নিশ্চয় রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, প্রতিটি শিশুই মানব প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইয়াহুদী, খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে। যেমন, চতুষ্পদ পশু নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাদের মধ্যে কোনো কানকাটা দেখতে পাও? (বরং মানুষেরাই তার নাক, কান কেটে দিয়ে বা ছিদ্র করে তাকে বিকৃত করে থাকে। অনুরূপ ইসলামের ফিতরাতে ভূমিষ্ট সন্তানকে মা-বাবা তাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও জীবন ধারায় প্রবাহিত করে ভ্রান্তধর্মী বানিয়ে ফেলে)

ব্যাখ্যাঃ এ হাদীসখানি থেকে জানা যায় যে, শিক্ষা ও পরিবেশের প্রভাবে Common sense পরিবর্তীত হয়ে যায়। অর্থাৎ ইসলামের বিপরীত শিক্ষা ও পরিবেশের প্রভাবে Common sense অবদমিত হয়। আর ইসলামের সম্পূরক শিক্ষা ও অনুকূল পরিবেশের প্রভাবে Common sense উৎকর্ষিত হয়।

- *হাদীসটি সনদ ও মতন সহীহ*
- *মুসনাদে আহমাদ, আবূ আবদুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল আশ-শায়বানী, (কায়রোঃ দারুল হাদীস, ২০১২ খ্রী.) مُسْنَدُ الْمُكْثِرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ (সিরিয়ান সাহাবীদের হাদিস) مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (ওয়াবেসা বিন মা,বাদ আল-আসাদী'র হাদিস), ৫ম খণ্ড, হাদীস নং ৭১৮১, পৃ. ৪২৪।*

ব্যাখ্যাঃ এ হাদীসখানিসহ আরো হাদীস থেকে জানা যায়, মা-বাবা তথা শিক্ষা ও পরিবেশ মানব শিশুকে ইসলামী প্রকৃতি থেকে সরিয়ে ইহুদী, ঈসায়ী বা মজুসী তথা অন্য ধর্ম-বিশ্বাসের অনুসারী বানিয়ে দেয়। অর্থাৎ শিক্ষা ও পরিবেশের কারণে মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense অবদমিত বা পরিবর্তিত হয়ে যায়। তাই সে অন্য ধর্ম-বিশ্বাসের অনুসারী হয়ে যায়।

তাই, কুরআন ও হাদীস থেকে জানা যায় এবং সাধারণভাবে আমরা সকলেই জানি- পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দ্বারা Common sense পরিবর্তিত হয়। আর তাই Common sense বিরোধী কথা চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করার আগে কুরআন ও প্রয়োজন হলে হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে। আবার Common sense সিদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে অগ্রাহ্য করার আগে কুরআন ও প্রয়োজন হলে হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে।

Common sense এর গুরুত্ব

Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার করার গুরুত্ব কি পরিমাণ তা মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে-

তথ্য - ১

إِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ

অনুবাদঃ নিশ্চয় আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে সেই সব বধির, বোবা যারা Common sense কে (যথাযথভাবে) কাজে লাগায় না।

(আনফাল/৮ : ২২)

ব্যাখ্যা: যারা Common sense –কে যথাযথভাবে কাজে লাগায় না তাদেরকে নিকৃষ্টতম জীব বলার কারণ হলো- একটি হিংস্র জীব ২-৪ জনের বেশী মানুষের ক্ষতি করতে পারেনা। মানুষ সেটিকে মেরে ফেলে। কিন্তু Common sense-কে যথাযথভাবে কাজে না লাগানো একজন মানুষ (Non-sense মানুষ) লক্ষ লক্ষ মানুষের ক্ষতি করতে পারে।

তথ্য - ২

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ.

অনুবাদ: আর যারা Common sense কে কাজে লাগায় না তাদের ওপর তিনি ভুল চাপিয়ে দেন (ভুল চেপে বসে)।

(ইউনুস/১০ : ১০০)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানির মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মানুষ যদি কুরআন ও সুন্নাহর সাথে Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার না করে তবে আল্লাহর তৈরি প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী তাদের ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে।

তথ্য - ৩

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ

অনুবাদ: তারা আরো বলবে- যদি আমরা (সতর্ককারীদের কথা তথা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য) শুনতাম অথবা Common sense কে ব্যবহার করতাম তাহলে আজ আমাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না।

(মূলক/৬৭ : ১০)

ব্যাখ্যা: আয়াতটিতে শেষ বিচার দিনে জাহান্নামের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যেসব কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে- যদি তারা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শুনতো অথবা ইসলাম জানার জন্য Common sense কে যথাযথভাবে ব্যবহার করতো, তবে তাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না। কারণ, Common sense কে কুরআন ও সুন্নাহর সাথে যথাযথভাবে ব্যবহার করলে তারা জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করতে পারতো। আর সহজেই বুঝতে পারতো যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর সকল কথা Common sense সম্মত। ফলে তারা তা সহজে মেনে নিতে ও অনুসরণ করতে পারতো এবং তাদের জাহান্নামে যেতে হতো না। আয়াতখানি থেকে তাই বুঝা যায়, কুরআন ও সুন্নাহর সাথে Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার না করা জাহান্নামে যাওয়ার একটা কারণ হবে।

তাই, Common sense-এর রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি সাধারণ (অপ্রমাণিত) উৎস হিসেবে নেয়া হয়েছে। তবে Common sense ব্যবহারের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে-

ক. Common sense বিপরীত শিক্ষা ও পরিবেশের দ্বারা অধঃপতিত হয়, তবে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না

খ. সঠিক বা সম্পূরক শিক্ষা ও পরিবেশ পেলে Common sense উৎকর্ষিত হয়ে কুরআন-সুন্নাহর কাছাকাছি পৌঁছে যায় কিন্তু একেবারে সমান হয়না

গ. মানুষের বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী কুরআন এর কোনো বক্তব্য যদি বুঝা না যায় তবুও তাকে সত্য বলে নি:সন্দেহে গ্রহণ করতে হবে। কারণ, কুরআনের বিষয়গুলো কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই মানুষের জ্ঞান একটি বিশেষ স্তরে না পৌঁছা পর্যন্ত কুরআনের কোনো কোনো আয়াতের সঠিক অর্থ বুঝে নাও আসতে পারে। আর এ কারণেই আল্লাহ Common sense এর ব্যবহার এবং কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করাকে কোনো বিশেষ কালের মানুষের জন্য নির্দিষ্ট করে দেননি। কয়েকটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি আরো পরিষ্কার হবে বলে আশা করি-

১. অল্প সময়ে রকেটে করে গ্রহ-উপগ্রহে পৌঁছার জ্ঞান আয়ত্তে আসার পর রাসূলের (সা.) মে'রাজ বুঝা ও বিশ্বাস করা সহজ হয়ে গেছে।

২. সূরা যিলযাল-এর ৭ ও ৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন- দুনিয়াতে বিন্দু পরিমাণ সৎ কাজ করলে তা মানুষকে কিয়ামতের দিন দেখানো হবে, আবার বিন্দু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও ঐ দিন দেখানো হবে। ভিডিও রেকর্ডিং (VIDEO recording) এর জ্ঞান আয়ত্তে আসার পূর্ব পর্যন্ত মানুষের পক্ষে এই 'কাজ দেখানো' শব্দটি সঠিকভাবে বুঝা সম্ভব ছিলো না। তাই পুরাতন তাফসীরগুলোতে এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা এসেছে। কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পারছি, মানুষের ২৪ ঘণ্টার কর্মকাণ্ড আল্লাহ তাঁর ফেরেশতা (রেকর্ডিং কর্মচারী) দিয়ে ভিডিও রেকর্ডের মত রেকর্ড করে কম্পিউটার ডিস্ক (Computer disk) বা তার চেয়েও উন্নত কোনো পদ্ধতিতে সংরক্ষিত রাখছেন। শেষ বিচারের দিন এ রেকর্ড তথ্য-প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা হবে।

৩. মায়ের গর্ভে মানুষের ভ্রূণের বৃদ্ধির স্তর (Developmental steps) সম্বন্ধে কুরআনের যে সকল আয়াত আছে, আগের মোফাসসিরগণের পক্ষে তার সঠিক তাফসীর করা সম্ভব হয়নি। আর এর কারণ হলো বিজ্ঞানের উন্নতি ঐ স্তর পর্যন্ত না পৌঁছানো। কিন্তু এখন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণের বৃদ্ধির (Embryological development) জ্ঞান যতই মানুষের আয়ত্তে আসছে, ততই কুরআনের ঐ আয়াতের বর্ণনা করা তথ্যগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে।

জ্ঞান বৃদ্ধি পাওয়া এবং উৎকর্ষিত হওয়ার কারণে পরের যুগের যোগ্য মানুষদের কুরআন ও সুন্নাহ অধিক ভালো বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে পারার বিষয়টি রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে-

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ البخاري رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ

أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَرَجُلٌ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ ... ... أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ ... ...

অনুবাদঃ *ইমাম বুখারী (রহ.), আবু বাকরা (রা.) এর বলা বর্ণনা, সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ থেকে শুনে তাঁর হাদীসগ্রন্থে লিখেছেন-* আবূ বাকরা (রা.) বলেন, কুরবানীর দিন নবী (সা.) আমাদের খুৎবা দিলেন এবং বললেনঃ ... ... সাবধান! আমি কি তোমাদের নিকট পৌঁছায়েছি (রিসালাতের বাণী)? তারা (সাহাবীগণ) বললেন, হ্যাঁ। (অত:পর) তিনি বললেন- হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো। অত:পর উপস্থিতরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট আমার এ বক্তব্য পৌঁছে দেয়। কেননা, অনেক ক্ষেত্রে যার নিকট পৌঁছানো হয় সে শ্রোতা অপেক্ষা অধিক অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণকারী হয় ... ...।

- *হাদীসটি সনদ ও মতন সহীহ*
- *সহীহুল বুখারী, আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমা'ঈল আল-বুখারী (আল-কাহিরাহ: মাকতাবাতুস্ সফা, ২০১৩ খ্রী.),* كِتَابُ الحَجِّ *(হজ্জ অধ্যায়),* بَابُ الخُطْبَةِ أَيَّامَ مِنًى *(মিনা দিবসে খুৎবা প্রদান পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ১৭৪১, পৃ. ২০৮।*

হাদীস-২

أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في 'سننه' حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ نِصْفَ النَّهَارِ، قُلْنَا: مَا بَعَثَ إِلَيْهِ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا لِشَيْءٍ يَسْأَلُهُ عَنْهُ، فَقُمْنَا فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: نَعَمْ، سَأَلَنَا عَنْ أَشْيَاءَ سَمِعْنَاهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، سَمِعْتُ رَسُولَ ﷺ يَقُولُ: نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ.

অনুবাদঃ *ইমাম তিরমিযী (রহ.), যাইদ ইবনু সাবিত (রা.) -এর বলা বর্ণনা, সনদের ৭ম ব্যক্তি মাহমূদ বিন গাইলান থেকে শুনে তাঁর হাদীস গ্রন্থে লিখেছেন-* সনদের ২য় ব্যক্তি আবান ইবনু ওসমান (রহ) বলেন, কোনো একদিন যাইদ ইবনু সাবিত (রা.) ঠিক দুপুরের সময় মারওয়ানের নিকট হতে বেরিয়ে আসলেন। আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলাম, সম্ভবতঃ কোনো ব্যাপারে প্রশ্ন করার জন্যই এ সময়ে মারওয়ান তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। সুতরাং আমরা উঠে গিয়ে তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি আমার কাছে কয়েকটি কথা জিজ্ঞেস করেছেন, যা আমি রসূলুল্লাহ (সা.) -এর নিকট শুনেছি। আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি- আল্লাহ তা,আলা সেই ব্যক্তির চেহারা আনন্দ- উজ্জ্বল করুন, যে আমার একটি কথা (কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য) শুনেছে, তারপর তা স্মরন রেখেছে, অন্যের নিকট পৌঁছে দিয়েছে। কেননা, অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানের বাহক নিজের তুলনায় অধিক জ্ঞানের অধিকারীর নিকট জ্ঞান পৌঁছে দেয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানের বাহক নিজে জ্ঞানী নয়।

- *হাদীসটি সনদ ও মতন সহীহ*
- *সুনানুত তিরমিযী, আবূ ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা বিন সাওরাহ আত-তিরমিযী (মিসরঃ দারুল মাওয়াদ্দাহ, ২০১৩ খ্রী.),* *أَبْوَابُ الْعِلْمِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَثِّ عَلَى تَبْلِيغِ السَّمَاعِ (রসূলুল্লাহ সা. থেকে জ্ঞান অধ্যায়), (শ্রুত জ্ঞান প্রচারে অনুপ্রেরণা দেয়া পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ২৬৫৬, পৃ. ৪৭১।*

বিজ্ঞান

মানব সভ্যতার বর্তমান স্তরে `বিজ্ঞান, যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে আমার মনে হয়না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense এর বিরাট ভূমিকা আছে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন আপেলটি উপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেনো? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense এর এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। তাহলে দেখা যায় বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense এর ন্যায় বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর আলোকে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি নির্ভুল হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য একই হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে-

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ؕ اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ.

অনুবাদঃ শীঘ্রই আমরা তাদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) দিগন্তে এবং নিজেদের (শরীরের) মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (উদাহরণ) দেখাতে থাকবো,

যতক্ষণ না তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য।
(হা-মিম-আস-সিজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা: দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদুর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা,য়ালা কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ হলো- প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই, এ আয়াতে যা বলা হয়েছে- খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদুর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য প্রমাণিত হবে। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য একই হবে।

কিয়াস ও ইজমা

কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক অর্থবোধক বা কুরআন ও সুন্নাহ-এ উল্লেখ নেই এমন বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর অন্য তথ্য এবং Common sense– এর আলোকে ইসলামের যে কোনো যুগের একজন জ্ঞানী ব্যক্তির গবেষণার ফলকে 'কিয়াস' বলে। আর কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফলাফল এক হওয়া অথবা কারো কিয়াসের ব্যাপারে সকলের একমত হওয়াকে 'ইজমা' (Concensus) বলে। তাই সহজে বুঝা যায়- কিয়াস বা ইজমা আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস নয়। কিয়াস ও ইজমা হলো আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি (কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense) ব্যবহার করে একটি বিষয়ে যে কোনো যুগের জ্ঞানী ব্যক্তির একক বা সামষ্টিক গবেষণার ফল। গবেষণার ফল কখনো উৎস হতে পারেনা। গবেষণার ফল হবে সূত্র বা রিফারেন্স। তাই কিয়াস ও ইজমা উৎস হবেনা। কিয়াস ও ইজমা হবে সূত্র বা রিফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে

কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যে কোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এ ব্যাপারে কিয়াস করার সুযোগ নেই।

আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের নীতিমালা (প্রবাহচিত্র)

যেকোনো বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহারের নীতিমালাটি (প্রবাহচিত্র) মহান আল্লাহ সার সংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সূরা নিসার ৫৯ নং এবং সূরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭নং আয়াতসহ আরো আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা (রা.)-এর চরিত্র নিয়ে ছড়ানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রাসূল (সা.) নীতিমালাটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। নীতিমালাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের নীতিমালা (প্রবাহচিত্র)' নামক বইটিতে। প্রবাহ চিত্রটি এখানে উপস্থাপন করা হলো-

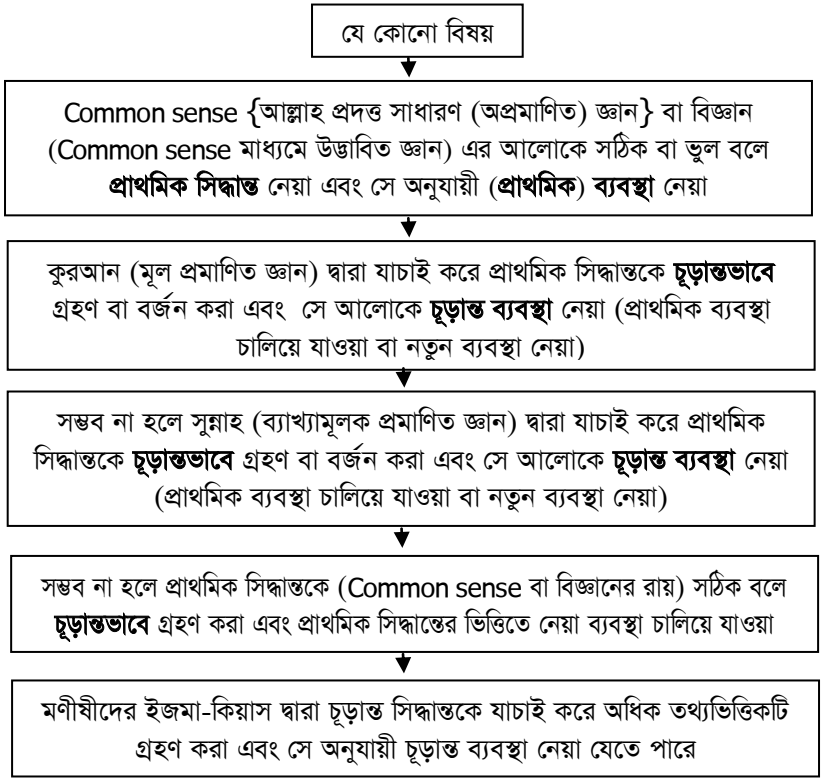

মূল বিষয়

রাসূল মুহাম্মাদ (সা.)কে অনুসরণ করা সকল মুসলিমের জন্য একটি ফরজ কাজ। আর এ কাজে সফল হওয়া না হওয়ার উপর নির্ভর করে একজন মুসলিমের দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা ও ব্যর্থতা। কোন কাজে সফল হতে হলে সে কাজের উদ্দেশ্যটি প্রথমে সঠিকভাবে জানতে হয়। অত:পর কাজটি করার সময় ঐ উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে কিনা বা হবে কিনা তা সর্বক্ষণ খেয়াল রাখতে হয়। বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের আমলের দিকে তাকালে সহজেই বলা যায়- মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ (সা.)কে যে উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন সে বিষয়ে তাদের অধিকাংশের জ্ঞান কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ভিত্তিক নয়। এর ফল স্বরূপ মুসলিমদের দুনিয়ার জীবনের ব্যর্থতা আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। আর তাদের অধিকাংশের পরকালীন জীবনের অবস্থা কি হবে তা বুঝাও কঠিন নয়। তাই, ব্যক্তি ও জাতির দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আলোচ্য বিষয়ে কলম ধরা হয়েছে। প্রথমে মুহাম্মাদ (সা.)কে প্রেরণের উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করা হবে। অত:পর তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি তথা তাঁকে সঠিকভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা তা বোঝার মাপকাঠি নিয়ে আলোচনা করা হবে।

মুহাম্মাদ (সা.) কে প্রেরণের উদ্দেশ্য জানার গুরুত্ব

কোন কাজে সফল হতে হলে সে কাজের উদ্দেশ্যটি প্রথমে সঠিকভাবে জানতে হয়। অত:পর কাজটি করার সময় ঐ উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে কিনা বা হবে কিনা তা সর্বক্ষণ খেয়াল রাখতে হয়। Common sense অনুযায়ী এটি একটি চিরসত্য কথা। তাই মুহাম্মাদ (সা.)কে অনুসরণ করে সফল হতে হলে তাঁকে পাঠানোর উদ্দেশ্যটি প্রথমে সঠিকভাবে জানতে হবে। অত:পর সে উদ্দেশ্য সাধনকে সামনে রেখে তাঁকে অনুসরণ করতে হবে। এটিও একটি চিরসত্য কথা। আর যথাযথ উদ্দেশ্য জানা এবং সে উদ্দেশ্য সাধনকে সামনে না রেখে কোন কাজ করার ব্যাপারে আল্লাহর বক্তব্য হলো-

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ .

অর্থ: আমরা আকাশ, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী কোনো কিছুই বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি; এটি কাফিরদের ধারণা; সুতরাং যারা কুফরী করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ।

(সূরা সোয়াদ/৩৮ : ২৭)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতখানির মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ যে তথ্যগুলো মহান আল্লাহ মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন তা হলো-

- ♦ মহাকাশ, পৃথিবী এবং এ উভয়ের মধ্যে যত জিনিস বা বিষয় আছে তার প্রত্যেকটি সৃষ্টি বা প্রণয়ন করার পেছনে মহান আল্লাহর একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে। অর্থাৎ আল্লাহ বলেছেন মানুষ, নবী-রাসূল, পশু-পক্ষী, গাছপালা, নদীনালা, কুরআন, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি সৃষ্টি বা প্রণয়ন করার পেছনে তাঁর একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে
- ♦ যারা মনে করে বা ধারণা করে ঐ সকল কিছুর কোন একটিও মহান আল্লাহ্ বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি বা প্রনয়ণ করেছেন তারা কাফের
- ♦ পরকালে ঐ কাফেরদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

মহান আল্লাহ্ এখানে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে- মহাকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে থাকা মানুষ, নবী-রাসূল, পশু-পক্ষী, গাছপালা, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, খাবার-দাবার, কুরআন, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্জসহ সকল কিছু তৈরি বা প্রণয়ন করার পেছনে তাঁর একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে। যারা ধারণা করবে যে, ঐ সকল কিছুর কোন একটিও মহান আল্লাহ বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি বা প্রনয়ণ করেছেন তারা কাফের বলে গন্য হবে এবং তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

এ আয়াত থেকে জানা যায়- ইসলামের কোন কাজ বা বিষয় পালন করে দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হতে হলে প্রথমে সে কাজ বা বিষয়টি কি উদ্দেশ্যে আল্লাহ পালন করতে বলেছেন তা সঠিকভাবে জানতে হবে। তারপর সে উদ্দেশ্য সাধনকে সামনে রেখে কাজটি বা বিষয়টি পালন করতে হবে।

তাই, এ আয়াতের আলোকে সহজে বলা যায়- রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) কে অনুসরণ করে দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হতে হলে প্রথমে আল্লাহ তা'য়ালা কি উদ্দেশ্যে মুহাম্মাদ (সা.)কে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন তা সঠিকভাবে জানতে হবে। তারপর সে উদ্দেশ্য সাধনকে সামনে রেখে তাকে অনুসরণ করতে হবে।

এ জন্যে ইসলামী জীবন বিধানে মুহাম্মাদ (সা.) কে প্রেরণের উদ্দেশ্য সঠিকভাবে জানার গুরুত্ব অপরিসীম।

মুহাম্মাদ (সা.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য

আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস হলো তিনটি-

১. কুরআন : এটি আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান

২. সুন্নাহ : এটি আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান কিন্তু মূল নয়। এটি হলো কুরআনের ব্যাখ্যা

৩. Common sense : এটি আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান

আমরা এখন আল্লাহ প্রদত্ত এ তিনটি উৎসকে ইসলাম সম্মত নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবহার করে মুহাম্মাদ (সা.)কে প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করবো-

মুহাম্মাদ (সা.)কে প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে Common sense

একটি উদাহরণের ভিত্তিতে Common sense-এর আলোকে আমরা বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করবো। আল্লাহ তা'য়ালা উদাহরণের মাধ্যমে কুরআন তথা ইসলাম জানা বুঝাকে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এ বিষয়ে কুরআনে থাকা অনেক বক্তব্যের একটি হলো-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ .

(বাকারা/২ : ২৬)

আয়াতখানির অংশ ভিত্তিক অর্থ ও ব্যাখ্যা

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ (কুরআনকে বুঝানোর জন্য) মশা বা তার চেয়ে তুচ্ছ জিনিসের উদাহরণ দিতে লজ্জাবোধ করেন না।

ব্যাখ্যা: কুরআন তথা ইসলাম জানা ও বোঝার জন্য ছোট-খাটো উদাহরণেরও সাহায্য নিতে কারো বিন্দুমাত্র লজ্জা করা উচিৎ নয়।

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ

অর্থ: অতঃপর যারা মু'মিন তারা জানে যে, নিশ্চয়ই উহা (উদাহরণ) তাদের রবের নিকট থেকে আসা সত্য শিক্ষা (নির্ভুল শিক্ষা)।

ব্যাখ্যা: উদাহরণ হলো আল্লাহর নিকট থেকে আসা নির্ভুল শিক্ষা।

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا

অর্থ: আর যারা কাফের তারা বলে, এ ধরনের উদাহরণ দ্বারা আল্লাহ কী চান?

ব্যাখ্যা: যারা উদাহরণের মাধ্যমে কুরআন তথা ইসলাম জানা বা বুঝাকে তুচ্ছ মনে করে তারা কাফির।

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا

অর্থ: এর (উদাহরণের) মাধ্যমে আল্লাহ অনেককে পথভ্রষ্ট করেন, আবার অনেককে সঠিকপথে পরিচালিত করেন।

ব্যাখ্যা: উদাহরণের মাধ্যমে অনেকে পথভ্রষ্ট হয় আবার অনেকে সঠিক পথ পায়।

وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ .

অর্থ: আর ফাসিকরা (গুনাহগাররা) ব্যতীত আর কাউকে তিনি এর (উদাহরণ) দ্বারা পথভ্রষ্ট করেন না।

ব্যাখ্যা: আর গুনাহগাররা ব্যতীত আর কেউ উদাহরণ দ্বারা পথভ্রষ্ট হয় না।

মুহাম্মদ (স.)কে প্রেরণের উদ্দেশ্য বোঝার উদাহরণ:

বর্তমান বিশ্বের সকলের এটি জানা যে- একটি কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান যে সকল যন্ত্র তৈরী করে তার প্রতিটির একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে থাকে। আর একটি যন্ত্র তৈরি করার পর যখন প্রতিষ্ঠানটি সেটি বাজারে ছাড়ে তখন তার সাথে যন্ত্রটির মৌলিক পরিচালনা পদ্ধতি ধারণকারী একটি বই (Manual) পাঠায়। একটি জটিল যন্ত্র ব্যবহার করার জন্য কেউ ক্রয় করলে প্রতিষ্ঠানটি তার সাথে ঐ যন্ত্রটির মৌলিক ও খুটিনাটি পরিচালনা পদ্ধতি জানা একজন লোক (ইঞ্জিনিয়ার) পাঠায়। ইঞ্জিনিয়ার তাকে শিখানো জ্ঞানের আলোকে যন্ত্রটি চালিয়ে ভোক্তাদের দেখিয়ে দেয়। অত:পর যন্ত্রটি পরিচালনা করার মত যোগ্য লোক ভোক্তাদের মধ্যে তৈরি হলে ইঞ্জিনিয়ার বিদায় নেন।

মহান আল্লাহ এক বিশেষ উদ্দেশ্যে মানুষরুপী ভীষণ জটিল এক প্রানী সৃষ্টি করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। উপরে বর্ণিত উদাহণের ভিত্তিতে Common sense-এর আলোকে তাই সহজে বলা যায়- মানুষ যাতে তার জীবন পরিচালনা করে সফল হতে পারে সে জন্যে মানুষের সাথে তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক তথ্য ধারণকারী বই (Manual) আল্লাহ তা'য়ালার পাঠানোর কথা। আবার প্রাণীটি ভীষণ জটিল। তাই মানুষের জীবন পরিচালনার মৌলিক ও খুটিনাটি পদ্ধতি জানা এক বা একাধিক ব্যক্তিকেও মানুষের সাথে পাঠানোর কথা যারা আল্লাহর শেখানো জ্ঞানের আলোকে জীবনকে যথাযথভাবে পরিচালনা করে মানুষকে দেখিয়ে দিবে।

মহান আল্লাহ এ কাজটি যথাযথভাবে করেছেন। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান জটিল যন্ত্রের সাথে (Manual) ও ইঞ্জিনিয়ার পাঠানোর জ্ঞানটি আল্লাহর ঐ কর্মপদ্ধতি থেকেই পেয়েছে।

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের সাথে জীবন পরিচালনার মৌলিক তথ্য ধারণকারী কিতাব ও ছহিফা পাঠিয়েছেন। আরো পাঠিয়েছেন জীবন পরিচালনার মৌলিক ও খুটিনাটি তথ্যের জ্ঞান শিখিয়ে দেয়া ব্যক্তিগণকে (নবী-রাসূল)। ঐ নবী-রাসূলগণকে পাঠানো হয়েছে, তাদেরকে শিখিয়ে দেয়া পরিপূর্ণ জ্ঞানের আলোকে জীবন পরিচালনা করে মানুষকে দেখিয়ে দেয়ার জন্য; যেনো তাঁদের অবর্তমানে, দেখিয়ে দেয়া পদ্ধতি অনুসারে জীবন পরিচালনা করে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হতে পারে। আল্লাহর পাঠানো ঐ কিতাবের সর্বশেষ

সংস্করণ হলো আল কুরআন। আর নবী-রাসূলগণের প্রথম জন হলেন আদম (আ.) এবং শেষ জন হলেন মুহাম্মাদ (সা.)।

আল্লাহ কর্তৃক যুগে যুগে মানুষের জীবন পরিচালনার মৌলিক তথ্য ধারণকারী কিতাব ও ছহিফা পাঠানোর প্রমাণ হলো কুরআনের এ আয়াত-

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

অর্থ: এরপর আমার নিকট থেকে তোমাদের কাছে পথনির্দেশিকা (কিতাব ও সহীফা) যাবে, তখন যারা আমার সেই পথনির্দেশিকা অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কারণ থাকবে না।

(বাকারা/২ : ৩৮)

আর মহান আল্লাহ যে মানুষের জীবন পরিচালনা সম্পর্কিত মৌলিক ও খুঁটিনাটি বিষয় নবী-রাসূলগণকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন তা কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে-

তথ্য-১

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ . قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ .

অর্থ: অতঃপর তিনি আদমকে সবকিছুর নাম শিখালেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের নিকট উপস্থাপন করলেন, অতঃপর বললেন-তোমরা আমাকে এগুলোর নাম বলো যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো। তারা বললো- পূত-পবিত্র (নির্ভুল) আপনার মহান সত্তা, আপনি আমাদের যা শিখিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের আর কোনো জ্ঞান নেই; নিশ্চয় আপনি মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাময়।

(বাকারা/২ : ৩১, ৩২)

ব্যাখ্যা: এ আয়াত দু'খানি থেকে জানা যায়, আল্লাহ তা'য়ালা আদম (আ.)কে সবকিছুর জ্ঞান শিখিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ফেরেশতাদের আল্লাহ ঐ সকল জ্ঞান দেন নি। আর এই জ্ঞানের কারণেই ফেরেশতাদের চেয়ে মানুষের মর্যাদা বেশি।

তথ্য-২

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ . إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ . فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ . ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ .

অর্থ: (হে নবী) তোমার জিহ্বাকে তার (ওহীর) সাথে নাড়াবে না, তা (ওহী বা

কুরআন) তাড়াতাড়ি (মুখস্থ) করার জন্য। নিশ্চয় এটি মুখস্থ এবং পাঠ করানোর দায়িত্ব আমাদের। সুতরাং যখন আমি তা পাঠ করি তখন আপনি এর পঠনের (পঠন পদ্ধতির) অনুসরণ করুন। অতঃপর এর ব্যাখ্যার (ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেয়ার) দায়িত্বও নিশ্চয় আমাদের।

(কিয়ামাহ/৭৫ : ১৬-১৯)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতক'খানি থেকে সহজে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'য়ালা জিব্রাইল (আ.) এর মাধ্যমে রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) কে কুরআনের পঠন পদ্ধতি ও ব্যাখ্যা শিখিয়ে দিয়েছিলেন এবং কুরআনকে মুখস্থও করিয়ে দিয়েছিলেন।

♣♣ Common sense এর আলোকে তাই সহজে বলা যায়- নবী-রাসূলগণকে আল্লাহ তা'য়ালার দুনিয়ায় পাঠানোর কারণ হলো, যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে দুনিয়ার মানুষকে দেখিয়ে দেয়া, যাতে তাঁদের অবর্তমানে দুনিয়ার মানুষ ঐভাবে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলকাম হয়।

তাহলে নবী-রাসূলগণকে দুনিয়ায় প্রেরণের আল্লাহর উদ্দেশ্য বুঝতে হলে দুটো বিষয় প্রথমে নির্ভুলভাবে জানতে ও বুঝতে হবে। বিষয় দুটো হচ্ছে-

১. আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য
২. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের উপায়।

আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যটা বুঝা সহজ হয় মানুষের জীবনের সকল কাজকে কয়েকটি বিভাগে (Group) ভাগ করে নিলে। মানুষের জীবনের সকল কাজের শ্রেণী বিভাগ হলো-

১. উপাসনামূলক কাজ

যেমন- ঈমান আনা, সালাত (নামাজ), সিয়াম (রোজা), হজ্জ, যাকাত, তাসবিহ-তাহলিল ইত্যাদি।

২. ন্যায় কাজ ও অন্যায় কাজ

যেমন- সত্য কথা বলা, মিথ্যা না বলা, কাউকে ফাঁকি না দেয়া, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং নিজে পেট ভরে খেলে আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী না খেয়ে থাকছে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখা, নিজে প্রাসাদোপম বাড়িতে থাকলে আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীর থাকার জন্যে বাড়ী-ঘর আছে কিনা সে দিকে নজর দেয়া, নিজের ভাল চিকিৎসা করালে অন্যরা বিনা চিকিৎসায় ধুঁকে ধুঁকে মারা যাচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে ভুমিকা রাখা ইত্যাদি।

৩. শরীর-স্বাস্থ্য গঠনমূলক কাজ

যেমন- খাওয়া-দাওয়া, চিকিৎসা করা, বিশ্রাম করা, ব্যয়াম করা ইত্যাদি।

৪. পরিবেশ-পরিস্থিতি গঠনমূলক কাজ

যেমন-সাধারণ শিক্ষা, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি।

মানুষের জীবনের যে কোন কাজ এ চারটি বিভাগের কোন একটিতে অবশ্যই পড়বে। কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense অনুযায়ী আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে- 'আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে কুরআনে বর্ণিত সকল ন্যায় কাজের বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজের প্রতিরোধের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা'। অর্থাৎ উপরের দুই নাম্বার ধারার কাজগুলো করা। মানুষের জীবনের অন্য সকল কাজ হচ্ছে ঐ উদ্দেশ্য সাধনের পাথেয়। অর্থাৎ ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়। আর পাথেয়গুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে উপাসনা বিভাগের কাজগুলো। কারণ, ঐ কাজগুলো মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে মানসিক ও মৌলিক বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে যোগ্য জনশক্তি তৈরি করে। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে **'মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য'** নামক বইটিতে।

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের উপায়

Common sense এর আলোকে বিষয়টা বোঝা সহজ হবে যদি প্রথমে আমরা জানতে পারি, আল্লাহর মতে ন্যায়-অন্যায় কাজ কী কী। আল্লাহর মতে ন্যায়-অন্যায় কাজগুলোর মধ্যে যেগুলো মূল বা প্রথম স্তরের মৌলিক, তার সবই তিনি আল কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন। রাসূল (সা.) প্রয়োজন মত সেগুলো তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন।

এবার চলুন কুরআনে উল্লিখিত ন্যায়-অন্যায় বিভাগের মৌলিক কাজগুলোর কয়েকটি দেখা যাক (সবগুলো বর্ণনা করা এই ছোট্ট পুস্তিকায় সম্ভব নয়)-

১. কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা এবং সকলে যাতে কুরআনের জ্ঞান যথাযথভাবে অর্জন করতে পারে তার ব্যবস্থা করা

২. হাদীস, ফিকাহ ও জীবন সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ের (বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজনীতি, যুদ্ধনীতি, পররাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি) মৌলিক জ্ঞান অর্জন করা এবং মানুষ যেনো ঐ সকল বিষয়ের মৌলিক জ্ঞান অর্জন করতে পারে তার ব্যবস্থা করা

৩. সালাত কায়েম (প্রতিষ্ঠা) করা- সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে, সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা এবং সকলে যাতে সালাত কায়েম করতে পারে সে ব্যাপারে ভুমিকা রাখা

৪. সিয়াম, হাজ্জ, কুরবাণী ইত্যাদি আমল পালন করা এবং সকলে যাতে ঐ আমলগুলো যথাযথভাবে পালন করতে পারে সে ব্যাপারে ভুমিকা রাখা

৫. যাকাত ও ওসর দেয়া এবং যাকাত ও ওসর বাধ্যতামূলকভাবে আদায় করে সমাজের বঞ্চিতদের কল্যাণে ব্যয় করার বিষয়ে ভুমিকা রাখা

(বাকারাহ/২ : ১৭৭, নিসা/৪ : ৩৬, তওবা/৯ : ৬০)

৬. অবৈধ যৌন মিলন না করা এবং অবৈধ যৌনাচারকারী বিবাহিত নারী-পুরুষকে নির্মমভাবে হত্যা করা এবং অবিবাহিত নারী-পুরুষকে প্রকাশ্যে অপমানকর শাস্তি প্রদান করা। (কারণ, অবৈধ যৌনাচার চলতে থাকলে একদিন পৃথিবীতে মানব সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে)

(নূর/২৪ : ২)

৭. মানুষকে অবৈধ হত্যা থেকে বাঁচানোর জন্যে অবৈধ হত্যাকারীকে রাষ্ট্রীয়ভাবে দ্রুত বিচার করে জনসমক্ষে হত্যা করার বিষয়ে ভুমিকা রাখা। (এটাকে কুরআনে কেসাস্ বলা হয়েছে। আর বলা হয়েছে, এই কেসাস্-এর আইন হচ্ছে মানুষের জীবন)

(বাকারাহ /২ : ১৭৯)

৮. চুরি না করা এবং ধনীরা চুরি করলে রাষ্ট্রীয়ভাবে দ্রুত বিচার করে তাদের হাত কেটে দেয়ার বিধান বাস্তবায়িত হওয়ার বিষয়ে ভুমিকা রাখা। (পেটের দায়ে কেউ চুরি করলে তাকে কোন শাস্তি না দিয়ে বরং চুরির কারণটা দূরীকরণের ব্যবস্থা করা)

(মায়েদা/৫ : ৩৮)

৯. সুদ না খাওয়া এবং সুদী অর্থ ব্যবস্থা উৎখাত করে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা প্রবর্তন করার ব্যাপারে ভুমিকা রাখা। এ জন্যে দরকার হলে যুদ্ধ ঘোষণা করা।(কারণ, সুদ হচ্ছে সমাজের বিত্তবানদের দ্বারা বিত্তহীনদের শোষণের ব্যবস্থা)

(বাকারাহ ২ : ২৭)

১০. সব ধরনের অশ্লীল কাজকে প্রতিরোধ করা

(নাহল/১৬ : ৯০)

১১. ঘুষ, দুর্নীতি, জুয়া, মদ্যপান ইত্যাদি কাজকে প্রতিরোধ করার জন্যে সব ধরনের ব্যবস্থা করা

(নাহল/১৬ : ৯০)

১২. সমাজ থেকে সব ধরনের জুলুম ও অত্যাচারকে উৎখাত করা এবং এ জন্যে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা

(নিসা/৪ : ৭৫)

১৩. সৃষ্টি জগৎ নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করা বা তা যাতে করা হয় সে বিষয়ে ভুমিকা রাখা।

(আলে ইমরান/৩ : ১৯১)

উপরে বর্ণিত ন্যায়-অন্যায় কাজগুলো আমরা যেভাবে বর্ণনা করেছি, কুরআনে হুবহু সেভাবে বর্ণনা করা নেই। কুরআনের মৌলিক নির্দেশের সঙ্গে হাদীসের ব্যাখ্যা এবং রাসূল (সা.) ও পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরামগণ সেটা যেভাবে বাস্তবে রূপদান করেছেন তা মেলালে যা দাঁড়ায়, আমরা সেভাবে নির্দেশগুলো উল্লেখ করেছি।

Common sense এর আলোকে অতি সহজে বলা যায়- কুরআনের যে নির্দেশগুলো উপরে উল্লেখ করা হয়েছে শুধু সেগুলো কোন অনৈসলামিক সমাজে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এটি শুধু তখনই সম্ভব যখন সেখানকার সরকার তা চাইবে। অনৈসলামিক সমাজ বা দেশে কুরআনে বর্ণিত দু'চারটি নির্দেশ হয়তো আপনি সেভাবে পালন বা বাস্তবায়ন করতে পারবেন যেভাবে করলে ক্ষমতাসীন সরকারের দেশ শাসন করতে কোন অসুবিধা না হয়।

তাহলে Common sense এর আলোকে সহজেই বলা যায়- কুরআনে বর্ণিত **সকল** ন্যায় কাজের বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজের প্রতিরোধ করা পৃথিবীর একটি দেশে শুধুমাত্র তখনই সম্ভব যখন সে দেশের সরকার তা চাইবে। অর্থাৎ কুরআন বা ইসলাম সে দেশে বিজয়ী শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই শুধু তা সম্ভব। আর সমস্ত পৃথিবীতে তা করতে হলে, গোটা পৃথিবীতে কুরআন বা ইসলামকে বিজয়ী হতে হবে। আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো- কুরআনে বর্ণিত ন্যায় কাজগুলোর সবগুলো বাস্তবায়ন এবং অন্যায় কাজগুলোর সবগুলো প্রতিরোধ করার মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা। তাহলে Common sense অনুযায়ী সহজে বলা যায় যে, আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার একমাত্র উপায় হচ্ছে, ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।

তাই Common sense অনুযায়ী মুহাম্মাদ (সা.)সহ সকল নবী-রাসূল পাঠানোর আল্লাহর উদ্দেশ্য হবে ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।

♣♣ তাহলে ২০ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী রাসূল মুহাম্মাদ (সা.)কে প্রেরণের উদ্দেশ্যে সম্পর্কে ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো- 'ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা'।

আল কুরআন থেকে কোন বিষয়ের তথ্য খুজে পাওয়ার পূর্বশর্ত

কুরআন পড়ে সেখানে থাকা যেকোন বিষয়ের তথ্য খুঁজে বের করতে হলে ঐ বিষয়ের ইসলামের প্রাথমিক রায় তথা Common sense- এর রায় আগে থেকে মাথায় থাকতে হবে। এটি না হলে ঐ বিষয়ে থাকা কুরআনের বক্তব্য মানুষের চোখে ধরা দিবে না। একথটি কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে-

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.

অর্থ: তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তা হলে তারা এমন অন্তরের (অন্তরে থাকা Common sense-এর) অধিকারী হতে পারতো যার মাধ্যমে (কুরআন ও সুন্নাহ দেখে পড়লে সঠিকভাবে) বুঝতে পারতো এবং এমন কানের অধিকারী হতে পারতো যা (কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শোনার পর সঠিকভাবে বুঝার মতো) শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন হতো। প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে অন্তর (অন্তরে থাকা Common sense) যা কেন্দ্রে (কেন্দ্রীয় স্নায়ূতন্ত্র/Central nervous system তথা ব্রেইনে) অবস্থিত।

(হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানির প্রথম অংশে বলা হয়েছে- মানুষ দেশ ভ্রমণ করলে কুরআন ও সুন্নাহ সঠিকভাবে বুঝার মতো Common sense এবং শ্রুতিশক্তির অধিকারী হতে পারে। এর কারণ হলো- পৃথিবী ভ্রমণ করলে বিভিন্ন স্থানে থাকা বাস্তব (সত্য) বিষয় বা উদাহরণ দেখে জ্ঞান অর্জিত হয়। এর মাধ্যমে মানুষের অন্তরে থাকা Common sense উৎকর্ষিত হয়। ঐ উৎকর্ষিত Common sense-এর মাধ্যমে মানুষ কুরআন ও সুন্নাহ দেখে পড়ে বা শুনে সহজে বুঝতে পারে তথা সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারে।

আয়াতখানির দ্বিতীয় অংশে মহান আল্লাহ প্রথম অংশে বলা বিষয়টি ঘটার কারণটি বলে দিয়েছেন। সে কারণ হলো- মানুষের অন্তর তথা অন্তরে থাকা Common sense-এ একটি বিষয় সম্পর্কে পূর্বে ধারণা না থাকলে বিষয়টি চোখে দেখে বা কানে শুনে মানুষ সঠিকভাবে বুঝতে পারে না। এ কথাটিই ইংরেজীতে বলা হয় এভাবে- What mind does not know eye will not see.

তাই Common sense-এ একটি বিষয় সম্পর্কে পূর্বে ধারণা না থাকলে ঐ বিষয়ের কুরআনের আয়াত ও সুন্নাহ দেখে পড়ে বা কানে শুনে মানুষ সঠিকভাবে বুঝতে পারে না।

লক্ষনীয় হলো- আয়াতখানিতে বর্ণনা করা ঘটনাটি কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে শুধু ঘটে এ রকম বলা হয়নি। তাই এ ঘটনা রাসূল মুহাম্মদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য ও তাঁর সঠিক অনুসণ বোঝার মাপকাঠিসহ সকল বিষয়ের জন্য প্রযোজ্য।

আল কুরআনের এ কথাগুলো মাথায় রেখে চলুন আমরা এখন আলোচ্য বিষয়ে কুরআনে থাকা তথ্যগুলো খুঁজে বের করা এবং তার মাধ্যমে বিষয়টিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করি।

আল কুরআন

তথ্য-১

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ .

অর্থ: তিনিই (আল্লাহ) যিনি সঠিক পথ নির্দেশনা ও সত্য জীবন ব্যবস্থাসহ তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন জীবন ব্যবস্থাটির প্রতিটি অঙ্গনে উহাকে (উহার আদেশ, নিষেধ ও উপদেশকে)বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।

(তওবা/৯ : ৩৩)

তথ্য-২

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ.

অর্থ: তিনিই (আল্লাহ) যিনি সঠিক পথ নির্দেশনা ও সত্য জীবন ব্যবস্থাসহ তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন জীবন ব্যবস্থাটির প্রতিটি অঙ্গনে উহাকে (উহার আদেশ, নিষেধ ও উপদেশকে)বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।

(ছফ/৬১ : ৯)

তথ্য-৩

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا.

অর্থ: তিনিই (আল্লাহ) যিনি সঠিক পথ নির্দেশনা ও সত্য জীবন ব্যবস্থাসহ তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন জীবন ব্যবস্থাটির প্রতিটি অঙ্গনে উহাকে (উহার আদেশ, নিষেধ ও উপদেশকে)বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। *(ফাত্হ/৪৮ : ২৮)*

সম্মিলিত ব্যাখ্যা: আয়াত তিনখানিতে রাসূল মুহাম্মাদ (সা.)কে দুনিয়ায় পাঠানোর উদ্দেশ্য কি তা সরাসরি বলে দেয়া হয়েছে। আয়াত তিনখানি রাসূল মুহাম্মাদ (সা.)কে সামনে রেখে বলা হলেও সকল নবী-রাসূল পাঠানোর এটিই উদ্দেশ্য।

আয়াত তিনখানির প্রথম অংশের বক্তব্য একই। সে বক্তব্য হলো- 'তিনিই (আল্লাহ) যিনি সঠিক পথ নির্দেশনা ও সত্য জীবন ব্যবস্থাসহ তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন জীবন ব্যবস্থাটির প্রতিটি অঙ্গনে উহাকে (উহার আদেশ, নিষেধ ও উপদেশকে)বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।'। এ বক্তব্যের মাধ্যমে মুহাম্মাদ

(সা.)কে দুনিয়ায় পাঠানোর পেছনের উদ্দেশ্যটি সরাসরিভাবে বলে দেয়া হয়েছে। সে উদ্দেশ্য হলো- একটি জীবন-ব্যবস্থায় যতো অঙ্গন তথা দিক থাকে তার সকল দিকে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার আদেশ, নিষেধ, উপদেশকে বিজয়ী করা। আর এটি করার একমাত্র উপায় হলো- ইসলামকে সমাজে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

আয়াত তিনখানির শেষ অংশের বক্তব্য প্রথম দু'টি আয়াতে একই। সে বক্তব্য হলো- 'যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে'। শেষ আয়াখানির ঐ অংশের বক্তব্য হলো- 'আর (এ বিষয়ে) সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট'।

প্রথম দু'টি আয়াতে শেষাংশের বক্তব্যের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে- মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর দুনিয়ায় প্রেরণের উদ্দেশ্য সাধন করতে সফল হোক এটি মুশরিকরা পছন্দ করবে না তবুও সেটি ঘটবে। মুশরিক দুই ধরনের হয়-

১. কাফির মুশরিক। এরা কাফির এবং নানা ধরনের শিরকে লিপ্ত থাকে।

২. মু'মিন মুশরিক। এরা মুখে ঈমান আনার পরও শিরক করে।

দ্বিতীয় ধরনের মুশরিকদের উপস্থিতির কথা কুরআন জানিয়েছে এভাবে-

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ.

অর্থ: আর তাদের (মানুষের) অধিকাংশই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না, মুশরিক হওয়া ব্যতীত (আর মানুষের অধিকাংশই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে সাথে সাথে শিরকও করে)।

(ইউসুফ/১২ : ১০৬)

জীবনের সকল দিকে ইসলাম বিজয়ী বা প্রতিষ্ঠিত হোক এটি কাফির মুশরিক ও মু'মিন মুশরিকদের কেউই চায় না। তবে মু'মিন মুশরিকরা এটিতে বেশী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এর ভুরি ভুরি উদাহরণ অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

♣♣ তাহলে দেখা যায় যে, রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) কে প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense এর আলোকে নেয়া রায়) কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই, ২০ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী, প্রাথমিক সিদ্ধান্তটিই হবে আলোচ্য বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। অর্থাৎ রাসূল মুহাম্মাদ (সা:)কে প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো- 'ইসলামকে সমাজে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা'।

মুহাম্মাদ (সা.) কে প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুন্নাহ

Common sense ও কুরআনের মাধ্যমে আলোচ্য বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। তবুও চলুন মনের প্রশান্তির জন্য এ সিদ্ধান্ত সমর্থনকারী সুন্নাহ জানা যাক-

রাসূল মুহাম্মদ (সা.)এর জীবন চরিতকে সুন্নাহ বলে। তাই, চলুন এখন রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন চরিত পর্যালোচনা করে জানার চেষ্টা করা যাক তাঁকে দুনিয়ায় প্রেরণের পেছনে আল্লাহর উদ্দেশ্য কী ছিল।

নবুওয়াত পাওয়ার পর ১৩টি বছর রাসূল (সা.) অক্লান্ত পরিশ্রম করেন মক্কায় ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য। অত:পর তিনি মদীনায় হিজরাত করেন। দাওয়াতী কাজের মাধ্যমে দূরের লোকদের আগে নিজের আত্মীয়-স্বজন ও এলাকাবাসীকে দোযখের আগুন থেকে বাচানোর চেষ্টা করা ইসলামের বিধান। তারপরও রাসূল (সা.) নিজ মাতৃভুমি, সহায় সম্পদ ও আত্মীয়-স্বজন রেখে মদিনায় চলে গিয়েছিলেন। এর কারণ হলো- রাসূল (সা.) কে পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল দ্বীনকে বিজয়ী করা এবং এর মাধ্যমে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে মানুষকে দেখিয়ে দেয়া। কিন্তু আল্লাহর তৈরি প্রাকৃতিক আইন হলো- কোন এলাকা বা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগন যদি একটি মতবাদের সক্রিয় বিরোধী হয় তবে সেখানে সে মতবাদ বিজয়ী হওয়া সম্ভব নয়। রাসূল (সা.) এর সময় মক্কার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ছিল ইসলামের সক্রিয় বিরোধী। তাই আল্লাহর তৈরি বিধান অনুযায়ী সেখানে ইসলাম বিজয়ী হওয়া সম্ভব ছিল না। আর তাই রাসূল (সা.) মক্কা ছেড়ে মদিনায় চলে যান। আর সেখানে গিয়ে প্রথমেই ইসলামকে বিজয়ী ঘোষণা করেন তথা একটি ছোট ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন।

তাই, রাসূল মুহাম্মাদ (সা.)কে প্রেরণের উদ্দেশ্য হলো ইসলামকে বিজয়ী করা, এ তথ্য সুন্নাহও সরাসরিভাবে সমর্থন করে।

মুহাম্মাদ (সা.) কে প্রেরণের উদ্দেশ্যের বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়

উল্লিখিত কুরআন, হাদীস ও Common sense এর তথ্যসমূহের মাধ্যমে নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায় যে, রাসূল মুহাম্মাদ (সা:)সহ সকল নবী-রাসূলকে প্রেরণের আল্লাহর উদ্দেশ্য হলো- ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। আর এর মাধ্যমে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য (আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে কুরআনে বর্ণিত সকল ন্যায় কাজের বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজের প্রতিরোধের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা) বাস্তবায়ন করে দুনিয়ার মানুষকে দেখিয়ে দেয়া। যাতে তাঁর চলে যাওয়ার পর মানুষ তাঁর দেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী ইসলামকে বিজয়ী করে দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হতে পারে।

হিজরাত থেকে ইসলামকে বিজয়ী করার ব্যাপারে শিক্ষা

হিজরাত হচ্ছে রাসূল মুহাম্মদ (সা.)এর নবুয়াতী জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আল্লাহ্ সারা জীবন রাসূলকে (সা.) মক্কায় ইসলামের কাজ করে যেতে বলতে পারতেন। কিন্তু তা না বলে তিনি কেন সহায়-সম্পত্তি, আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে তাঁকে মদিনায় গিয়ে ইসলামের কাজ করতে বললেন? এই কঠিন নির্দেশের মধ্যে দিয়ে, আল্লাহ্ তা'য়ালা রাসূল (সা.)-এর মাধ্যমে মুসলমানদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিতে

চেয়েছেন। সময়ের আবর্তে মুসলমানরা সে শিক্ষা ভুলে গিয়েছে। আর তারা যে সেটা ভুলে গিয়েছে, তা বুঝা যায় তাদের ইসলাম পালনের ধরন দেখে। বর্তমান বিশ্বে তাদের অধ:পতনের এটা একটা প্রধান কারণ। হিজরাতের ঘটনার মাধ্যমে যে শিক্ষাসমূহ আল্লাহ্ দিতে চেয়েছেন তা হলো-

১. ইসলামকে বিজয়ী করতে হবে তাঁর সৃষ্টি করা প্রাকৃতিক নিয়মকে অনুসরণ করে। সেই প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে একটা হচ্ছে, 'একটি এলাকার বা দেশের অধিকাংশ জনগন যদি কোন আদর্শের সক্রিয় বিরোধী হয়, তবে সেখানে সে আদর্শ বিজয়ী হতে পারে না।' রাসূল (সা.) এর সময় মক্কার অধিকাংশ জনগন ছিল ইসলামের সক্রিয় বিরোধী। কিন্তু মদিনার অধিকাংশ লোক ছিল ইসলামের পক্ষে অথবা নিষ্ক্রিয় বিরোধী। তাই আল্লাহ, রাসূল (সা.) কে জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে মদিনায় গিয়ে ইসলামের কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাঁর ক্ষমতা বলে মক্কায় রাসূল (সা.)কে বিজয়ী করে দিতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি করেননি। কারণ, তা করলে পরবর্তীকালে মুসলমানরা এই দোহাই দিতে পারত যে- রাসূল (সা.) ইসলামকে বিজয়ী করতে পেরেছিলেন অলৌকিক শক্তির মাধ্যমে। আমাদের পক্ষে সেটি সম্ভব নয়। তাই আমাদের নির্ঝঞ্ঝাটে যতোটুকু পারা যায় ততোটুকু ইসলাম পালন করলেই চলবে।

২. প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী যদি বুঝা যায়, নিজ এলাকায় ইসলামকে বিজয়ী করা সম্ভব নয় কিন্তু অন্য এলাকায় সে সম্ভাবনা আছে বা অন্য এলাকায় ইসলাম বিজয়ী আছে, তবে যাদের পক্ষে সম্ভব তাদের নিজ এলাকা ছেড়ে সেখানে চলে যেতে হবে এবং সেখানেই ইসলামকে বিজয়ী করার বা বিজয়ী রাখার চেষ্টা করতে হবে।

আর এর কারণ হলো- যে এলাকায় ইসলাম বিজয়ী নেই ঐ এলাকায় থাকলে, মন না চাইলেও প্রকৃত মুসলিমদের নানা রকম অনৈসলামিক কাজ করতে হয় বা সহ্য করতে হয়। তাই নিজ এলাকায় ইসলাম বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে যেখানে বিজয়ী আছে বা বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেখানে হিজরাত করে চলে যেতে বলা হয়েছে। তাহলে নিজ এলাকায় ইসলাম বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সে চেষ্টা দৃঢ়ভাবে করতে হবে, এটা বোঝা সহজ নয় কি?

এ কথাগুলোই আল্লাহ্ সূরা নিসার ৯৭ নং আয়াতে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। কথাগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই সহজে বোঝানোর জন্যে আল্লাহ্ তা ফেরেশতা ও মানুষের মধ্যে কথোপকথনের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। আয়াতটি হচ্ছে-

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ

وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۚ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا.

অর্থ: নিশ্চয় নিজেদের আত্মার উপর জুলুমকারীদের (মনের বিরুদ্ধে গুনাহের কাজ করা মু'মিনদের) প্রাণ হরণকালে ফেরেশতাগণ বলে- তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলে- পৃথিবীতে আমরা অসহায় ছিলাম; তারা (ফেরেশতারা) বলে- আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিলো না যেখানে তোমরা হিজরাত করতে পারতে? তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম; আর তা কতই না মন্দ আবাস! তবে যেসব (প্রকৃত) অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু (হিজরাতের জন্য) কোনো উপায় খুঁজে পায় না এবং কোনো পথও পায় না (তাদের কথা ভিন্ন)।

(নিসা/৪ : ৯৭)

ব্যাখ্যা: অনৈসলামিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে বসবাস করার কারণে, মনকে কষ্ট দিয়ে (আত্মার উপর যুলুম করে) নানা অনৈসলামিক কাজ করেছে বা সহ্য করেছে এমন মুসলিমদের মৃত্যুর সময় ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করবে- 'আত্মার কী অবস্থা নিয়ে তোমরা তোমাদের জন্মভূমিতে ছিলে?' আত্মার প্রতি জুলুমকারী মুসলিমরা বলবে, 'আমরা দুর্বল ছিলাম, তাই আত্মার প্রতি জুলুম করে আমরা আমাদের বাসস্থানে ছিলাম।' তখন ফেরেশতারা বলবে, 'আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না, যেখানে তোমরা হিজরত করতে পারতে?' অর্থাৎ আল্লাহর দুনিয়ায় কি এমন জায়গা ছিল না, যেখানে ইসলাম বিজয়ী ছিল বা যেখানে গিয়ে তোমরা ইসলামকে বিজয়ী করতে পারতে এবং মনের প্রশান্তি নিয়ে পরিপূর্ণভাবে ইসলাম পালন করতে পারতে? এরপর জানানো হয়েছে এই অপরাধের জন্যে তাদের পরিণাম হচ্ছে জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত খারাপ জায়গা। কুরআন আরো বলছে, ঐ শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবে কেবল তারাই, যাদের ভিটে-মাটি ছেড়ে অন্য জায়গায় যাওয়ার মতো শারীরিক শক্তি সামর্থ, সহায় সম্পদ ইত্যাদি ছিল না।

কী পরিষ্কার কুরআনের কথা! আর রাসূল (সা.) কুরআনের এই আয়াতের প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে আমাদের দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, আজ অধিকাংশ মুসলিম অনৈসলামিক সমাজে বা নামধারী মুসলিম সমাজে বসবাস করে ঐ সমাজ যতোটুকু অনুমতি দিচ্ছে শুধু ততোটুকু ইসলাম পালন করে খুশী থাকছে। আর ভাবছে এভাবে ইসলাম পালন করে তারা পরকালে শান্তিতে থাকবে। কুরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্যের কী উপেক্ষা, তাই না?

মুহাম্মাদ (সা.) এর 'সঠিক অনুসরণ' বোঝার মাপকাঠি

রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) কে অনুসরণ করা সকল মুসলিমের জন্য ফরজ (অবশ্য করণীয়)। এ তথ্যটি বর্তমান বিশ্বের প্রায় সকল মুসলিম জানে। রাসূল (সা.) এর অনুসরণের অর্থ হলো তাঁর কথা, কাজ ও অনুমোদনের অনুসরণ। রাসূল (সা.) এর কথা, কাজ ও অনুমোদনের নির্ভুল রূপ হলো সুন্নাহ। বর্তমান বিশ্বের মুসলমানগণ মুহাম্মাদ (সা.) এর অনুসরণ করা তথা সুন্নাহর অনুসরণ করা নিয়ে নানা উপদলে বিভক্ত। আবার প্রত্যেক উপদলই প্রচার করে, তারাই সঠিকভাবে রাসূল (সা.)কে অনুসরণ করছে। অন্যরা গোমরাহ। এতে করে ইসলাম বা মুসলিমদের দুটো বিরাট ক্ষতি হচ্ছে-

১. সাধারণ মুসলিম, যাদের কুরআন ও হাদীস সম্বন্ধে তেমন জ্ঞান নেই তারা কোন উপদলের অনুসরণ করবে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে ভীষণ দ্বন্দে পড়ে যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা ভুল ব্যক্তি বা দলকে সঠিক ধরে নিয়ে তাদের অনুসরণ করে। ফলে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

২. ইসলাম বিরোধী শক্তি যে উপদলের বর্ণিত ইসলাম অনুসরণ করলে তাদের অনৈসলামিক কাজ চালিয়ে যেতে সুবিধা হবে বলে বুঝতে পারে, সেই উপদলের ইসলামকে বেশি করে প্রচার করে এবং সাধারণ মুসলিমদেরও তাদের অনুসরণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার জন্যে মহাক্ষতিকর এ দুটো ব্যাপার এড়ানো সম্ভব হতো যদি- রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) তথা সুন্নাহর অনুসরণ করা সঠিক হচ্ছে কিনা তা সহজে বুঝা যায় এমন কোন মাপকাঠি পাওয়া যেতো। একদিকে সকল মুসলিম সেই মাপকাঠির মাধ্যমে নিজের সুন্নাহর অনুসরণ করা সঠিক হচ্ছে কিনা তা মাপতে পারত। অন্যদিকে সাধারণ মুসলিমরা বিচার করতে পারত, সমাজে উপস্থিত থাকা বিভিন্ন উপদলের মধ্যে কোন উপদল সত্যিকারভাবে সুন্নাহর অনুসরণ করছে। ফলে তারা অনুসরণের ব্যাপারে সঠিক ব্যক্তি বা দলটিকে বাছাই করতে পারত। আর এর ফল স্বরূপ ব্যক্তি ও জাতির ব্যাপক কল্যাণ হতো। তাই রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) তথা সুন্নাহর অনুসরণ সঠিক হচ্ছে কিনা তা বোঝার মাপকাঠি কি হবে তা জাতির সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরাই বর্তমান লেখার এ অংশের উদ্দেশ্য।

মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত পৌঁছানোর ন্যায় এ বিষয়টিতে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্যও আমরা আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-কে ইসলাম সম্মত নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবহার করবো।

মুহাম্মাদ (সা.)-এর 'সঠিক অনুসরণ' বোঝার মাপকাঠির বিষয়ে Common sense

Common sense অনুযায়ী একটি বিষয়কে কোন জিনিস মাপার মাপকাঠি হতে হলে বিষয়টিকে নিম্নের শর্তগুলো পুরণ করতে হবে-

১. বিষটিকে ঐ ধরনের সকল জিনিসের মাপকাঠি হওয়ার মতো যোগ্যতা থাকতে হবে। কিছুর জন্য যোগ্য এবং কিছুর জন্য যোগ্য নয় এমন হলে চলবে না

২. যে জিনিসকে মাপা হবে মাপকাঠিটি সেই জিনিসের কোন একটি কাজ বা অংশ হতে পারবে না। অন্যকথায় মাপকাঠিকে এমন বিষয় হতে হবে যা দিয়ে মাপতে চাওয়া জিনিসটিকে সামগ্রিকভাবে মাপা যায়। কারণ, কোন জিনিসের একটি কাজ বা একটি অংশ দিয়ে পুরো জিনিসটি সম্পর্কে যথাযথ ধারণা পাওয়া যায় না

৩. অধিক ভালো মাপকাঠি হবে সে বিষয়টি যা দ্বারা সকলে, সহজে মাপতে চাওয়া জিনিসটিকে মাপতে পারে। এটি না হলে মাপকাঠিটিকে সকলে ব্যবহার করতে পারবে না।

উদাহরণ স্বরূপ যেকোন দেশের স্কুলের মান যাচাইয়ের মাপকাঠি হওয়ার বিষয়টিকে পর্যালোচনা করা যায়। একটি বিষয় কোন দেশের স্কুলের মান মাপার মাপকাঠি হতে হলে বিষয়টিকে নিম্নের শর্তগুলো পুরণ করতে হবে-

১. বিষয়টির ঐ দেশের সকল স্কুলের মান যাচাইয়ের মাপকাঠি হওয়ার মতো যোগ্যতা থাকতে হবে। কিছুর স্কুলের জন্য যোগ্য এবং কিছুর জন্য যোগ্য নয় এমন হলে চলবে না

২. বিষয়টি স্কুলের পাঠ দানের কোন একটি বিষয়ের ফলাফল হলে চলবে না। অন্যকথায় মাপকাঠিকে এমন বিষয় হতে হবে যা দিয়ে একটি স্কুলকে সামগ্রিকভাবে মাপা যায়। কারণ, একটি বিষয়ের ফলাফলের মাধ্যমে পুরো স্কুলকে মাপা যায় না। যেমন- একটি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের অংকের মার্ক, স্কুলটিকে যাচাইয়ের মাপকাঠি হবে না। কারণ, অংকে ভাল হলেও অন্য বিষয়ে ঐ স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা ভাল নাও হতে পারে। তাই, মাপকাঠিটি হতে হবে এমন কিছু যা দিয়ে স্কুলটিকে সামগ্রিকভাবে মাপা যায়। যেমন- S.S.C পরীক্ষায় পাশের হার, গোল্ডেন এ প্লাস পাওয়ার হার ইত্যাদি

৩. স্কুলের মান যাচাইয়ের অধিক ভালো মাপকাঠি হবে সে বিষয়টি যা দ্বারা সকলে, সহজে যেকোন স্কুলকে মাপতে পারে। যেমন- S.S.C পরীক্ষায় পাশের হার, গোল্ডেন এ প্লাস পাওয়ার হার ইত্যাদি। এগুলো দ্বারা একটি স্কুলকে যে কেউ মাপতে পারে।

তাই Common sense অনুযায়ী যে বিষয়টি রাসূল মুহাম্মাদ (সা.)কে সঠিকভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা তা বোঝার মাপকাঠি হবে তাকে নিম্নের শর্তগুলো পুরণ করতে হবে-

১. বিষয়টি মুহাম্মাদ (সা.)সহ সকল নবী-রাসূলকে মাপার মতো যোগ্যতা থাকতে হবে। অন্যকথায় বিষয়টি সকল নবী-রাসূলের জীবনে উপস্থিত থাকতে হবে বা ঘটতে হবে

২. বিষয়টি নবী-রাসূলগণের করণীয় কোন আমল, যেমন- সালাত, যাকাত, সিয়াম, খাওয়া, বিশ্রাম, বিবাহ ইত্যাদি হবে না। কারণ, একটি আমল দেখে ব্যক্তি পুরোপুরি ও যথাযথভাবে মুহাম্মাদ (সা.)কে অনুসরণ করছে কিনা তা বুঝা যাবে না

৩. মুহাম্মাদ (সা.)-এর অনুসরণ সঠিক হচ্ছে কিনা তা মাপার অধিক ভালো মাপকাঠি হবে সে বিষয়টি যা দ্বারা সকলে, সহজে নিজেকে বা অপরকে মাপতে পারে।

চলুন এখন Common sense এর আলোকে পর্যালোচনা করা যাক- উপরে উল্লিখিত শর্তগুলো পুরণ করে রাসূল মুহাম্মাদ (সা.)এর 'সঠিক অনুসরণ' বোঝার মাপকাঠি কি হবে-

পূর্বেই আমরা জেনেছি রাসূল মুহাম্মাদ (সা.)সহ সকল নবী-রাসূলকে দুনিয়ায় প্রেরণের উদ্দেশ্য হলো- মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য (আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে কুরআনে বর্ণিত সকল ন্যায় কাজের বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজের প্রতিরোধের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা) বাস্তবায়ন করে দুনিয়ার মানুষকে দেখিয়ে দেয়া। এটি করার একমাত্র উপায় হলো- ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। মুহাম্মাদ (সা.) এটি বাস্তবে করে দুনিয়ার মানুষকে দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।

কুরআনে বর্ণিত সকল ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে গেলে, যারা নিজেদের ব্যক্তিগত বা সামাজিক সুবিধার জন্যে ঐ অন্যায়গুলো করছে বা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে, তারা অবশ্যই বাধা দিবে। আর প্রত্যেক অনৈসলামিক সমাজে ঐ ধরনের লোক সবসময় থাকে। এদেরকে কায়েমী স্বার্থবাদী লোক বলে। তাই সহজেই বলা যায়, মানুষ সৃষ্টির আল্লাহর উদ্দেশ্য যে কেউই বাস্তবায়ন করতে যাক না কেন, তাকে অবশ্যই কায়েমী স্বার্থবাদী লোকদের থেকে আসা প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হবে।

মুহাম্মাদ (সা.)সহ সকল নবী-রাসূল (আ.) নিশ্চয়ই তাদের পাঠানোর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করেছিলেন। তাই Common sense-এর আলোকে সহজেই বলা যায় যে, মুহাম্মাদ (সা.)সহ সকল নবী-রাসূল (আ.)কে প্রতিরোধের (গালা-গালি, অত্যাচার-নির্যাতন, জেল-জুলম, দেশ থেকে বহিষ্কার, হত্যা ইত্যাদি) সম্মুখীন

হতে হয়েছিল। আর প্রতিরোধ মুহাম্মাদ (সা.)সহ কোন নবী-রাসূল (আ.)-এর করণীয় কাজ (আমল) ছিল না। আবার প্রতিরোধের আলোকে কাউকে মাপাও সহজ।

তাহলে দেখা যায় 'প্রতিরোধ' হলো এমন একটি বিষয় যা মুহাম্মাদ (সা.)এর 'সঠিক অনুসরণ' বোঝার মাপকাঠি শুধু নয়, ভাল মাপকাঠি হওয়ার শর্ত পূরণ করতে পারে। তাই Common sense-এর আলোকে 'প্রতিরোধ' হবে মুহাম্মাদ (সা.)এর 'সঠিক অনুসরণ' বোঝার মাপকাঠি। অর্থাৎ প্রতিরোধ আসলে বুঝতে হবে অনুসরণ সঠিক হচ্ছে। আর প্রতিরোধ না আসলে বুঝতে হবে অনুসরণ সঠিক হচ্ছে না। প্রতিরোধের অন্তর্ভুক্ত হবে- গালা-গালি, অত্যাচার-নির্যাতন, জেল-জুলম, দেশ থেকে বহিষ্কার, হত্যা ইত্যাদির যেকোন একটি বা এগুলোর বিভিন্ন মিশ্রণ।

♣♣ তাহলে ২০ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী, রাসূল মুহাম্মাদ (সা:) এর 'সঠিক অনুসরণ' বোঝার মাপকাঠির বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো- 'প্রতিরোধ'। অর্থাৎ গালা-গালি, অত্যাচার-নির্যাতন, জেল-জুলম, দেশ থেকে বহিষ্কার, হত্যা ইত্যাদির যেকোন একটি বা এগুলোর বিভিন্ন মিশ্রণ।

মুহাম্মাদ (সা.)-এর 'সঠিক অনুসরণ' বোঝার মাপকাঠির বিষয়ে কুরআন

যেকোন বিষয়ে কুরআন দেখে পড়ে সেখানে থাকা তথ্য খুঁজে বের করতে হলে ঐ বিষয়ের ইসলামের প্রাথমিক রায় তথা Common sense- এর রায় আগে থেকে মাথায় থাকতে হবে। এটি না হলে ঐ বিষয়ে থাকা কুরআনের বক্তব্য চোখে ধরা দিবে না। সূরা হাজ্জের ৪৬ নং আয়াতের এ বক্তব্য এবং 'যারা মু'মিন তারা জানে উদাহরণ হলো তাদের রবের নিকট থেকে আসা সত্য শিক্ষা'- সূরা বাকারার ২৬নং আয়াতের এ বক্তব্য মাথায় রেখে চলুন এখন মুহাম্মাদ (সা.)-এর 'সঠিক অনুসরণ' বোঝার মাপকাঠির বিষয়ে কুরআনের তথ্য খুঁজে বের করার চেষ্টা করা যাক-

তথ্য-১.১

পূর্বোল্লিখিত সূরা তাওবার ৩৩ নং ও সূরা ছফের ৯ নং আয়াতের প্রথম অংশে রাসূল পাঠানোর উদ্দেশ্য বর্ণনা করার পর আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে-

وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

অর্থ: যদিও (কাফির ও মু'মিন) মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।

ব্যাখ্যা: এ কথার মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন- মুহাম্মাদ (সা.)সহ যে কোন নবী-রাসূল (আ.) তাঁদের প্রেরণের উদ্দেশ্য (জীবন-ব্যবস্থায় যতো অঙ্গন তথা দিক থাকে তার সকল দিকে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার আদেশ, নিষেধ ও উপদেশকে বিজয়ী করা) বাস্তবায়ন করে সফল হোক এটি কাফির ও মু'মিন মুশরিকরা পছন্দ

করে না। যারা যা অপছন্দ করে তারা সেটিকে প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করবে এটি স্বাভাবিক।

সুতরাং আল্লাহ্ এ দুটি আয়াতের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে- মুহাম্মাদ (সা.)সহ সকল নবী-রাসূল(আ.)কে তাঁদের প্রেরণের উদ্দেশ্য সাধন করতে গিয়ে বিরোধীদের প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

তথ্য-১.২

يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ .

অর্থ: আফসোস! বান্দাদের জন্য; তাদের নিকট যখনই কোনো রাসূল এসেছে তখনই তারা তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে।

(ইয়াসিন/৩৬ : ৩০)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতখানি থেকে প্রত্যক্ষভাবে জানা যায়- সকল 'রাসূল'-এর জীবনে ঠাট্টা-বিদ্রূপ তথা প্রতিরোধ এসেছে।

তথ্য-১.৩

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ .

অর্থ: আর তাদের নিকট এমন কোনো নবী আসেনি যাকে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেনি।

(যুখরুফ/৪৩ : ৭)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতখানি থেকে প্রত্যক্ষভাবে জানা যায়- সকল 'নবী'-এর জীবনে ঠাট্টা-বিদ্রূপ তথা প্রতিরোধ এসেছে।

সম্মিলিত শিক্ষা

এ তিনটি তথ্যের আয়াতগুলো থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জানা যায় যে- সকল নবী ও রাসূলের জীবনে 'প্রতিরোধ' এসেছিল। তবে সে প্রতিরোধের ধরন বিভিন্ন নবী বা রাসূলের জন্য বিভিন্ন ছিল।

তথ্য-২.১

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ .

অর্থ: হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের উপর সিয়াম ফরজ করা হলো যেমন তা ফরজ করা হয়েছিলো তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে (তা থেকে শিক্ষা নিয়ে) তোমরা (বিশেষ ধরনের) আল্লাহ-সচেতন মানুষ হতে পারো।

(বাকারা/২ : ১৮৩)

ব্যাখ্যা: এ আয়াত থেকে জানা যায়- সকল নবী-রাসূল (আ.) সিয়াম পালন করেছেন।

তথ্য-২.২

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي.

অর্থ: নিশ্চয় আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, অতএব (হে মুসা) আমার দাসত্ব করো এবং আমার যিক'র-এর লক্ষ্যে সালাত প্রতিষ্ঠা করো।

(ত্বাহা/২০ : ১৪)

ব্যাখ্যা: এ আয়াত থেকে জানা যায়- মূসা (আ.) তথা অন্য নবী-রাসূল (আ.)ও সালাত পালন করেছেন।

তথ্য-২.৩

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا.

অর্থ: আমি (ঈসা আ.) যেখানেই থাকি না কেনো তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন; আর আমি যতোদিন জীবিত থাকি তিনি আমাকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিয়েছেন।

(মারিয়াম/১৯ : ৩১)

ব্যাখ্যা: এ আয়াত থেকে জানা যায়- ঈসা (আ.) তথা অন্য নবী-রাসূল (আ.)ও সালাত ও যাকাত আদায় করেছেন।

সম্মিলিত শিক্ষা

এ তিনটি তথ্যের আয়াতগুলো থেকে প্রত্যক্ষভাবে জানা যায় যে- সকল নবী ও রাসূলের জীবনে সালাত, যাকাত ও সিয়াম উপস্থিত ছিল।

♠♠ আল কুরআনের এ সকল আয়াত থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায়- মুহাম্মাদ (সা.)সহ সকল নবী ও রাসূলের জীবনে 'প্রতিরোধ' এবং 'সালাত, যাকাত ও সিয়াম' উপস্থিত ছিল।

সালাত, যাকাত ও সিয়াম মুহাম্মাদ (সা.)সহ সকল নবী-রসূল (আ.)-এর করণীয় কাজ ছিল। কিন্তু প্রতিরোধ তাদের করণীয় কোন কাজ নয়। পূর্বেই আমরা জেনেছি একটি বিষয় কোন জিনিসের মাপকাঠি হওয়ার মূল একটি শর্ত হলো- বিষয়টি ঐ জিনিসের করণীয় কোন কাজ হতে পারবে না। তাই মাপকাঠি হওয়ার শর্তের আলোকে বলা যায়- সালাত, যাকাত ও সিয়াম তথা উপাসনা মুহাম্মাদ (সা.)-এর 'সঠিক অনুসরণ' বোঝার মাপকাঠি হতে পারবে না। মুহাম্মাদ (সা.)-এর 'সঠিক

অনুসরণ' বোঝার মাপকাঠি হবে 'প্রতিরোধ'। এ তথ্যটি একসাথে কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে-

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ .

অর্থ: তোমরা কি ধারণা করেছো যে, তোমরা (এমনিতে) জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ তোমাদের উপর তোমাদের পূর্ববর্তীদের অনুরূপ উদাহরণ এখনও আসেনি; তাদের উপর নেমে এসেছিলো বিপদ ও কষ্ট এবং তারা (কষ্টে) এমনভাবে প্রকম্পিত হয়েছিলো যে স্বয়ং রাসূল এবং তাঁর সাথে থাকা মু'মিনগণ বলে উঠেছিলো, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? (তখন তাদের বলা হয়েছিলো) জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে।

(বাকারা/২ : ২১৪)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতখানির বক্তব্যের বিভিন্ন অংশ থেকে যে তথ্যগুলো পাওয়া যায়-

- 'এখনওতো তোমাদের উপর পূর্ববর্তীদের অনুরূপ উদাহরণ উপস্থিত হয়নি'- এ বক্তব্য থেকে জানা যায় মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণের উপর অত্যাচার-নির্যাতন তথা 'প্রতিরোধ' এসেছিল। আর তাঁরা যখন অত্যাচার-নির্যাতনে অধৈর্য্য হয়ে উঠেছিলেন তখন আল্লাহ তাদের বলেছেন, তোমরা এতটুকু প্রতিরোধে অধৈর্য্য হয়ে গেছ অথচ এখনও তোমাদের উপর পূর্ববর্তীদের ন্যায় কঠিন অত্যাচার-নির্যাতন উপস্থিত হয়নি।
- 'তাদেরকে অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়নে এমনভাবে জর্জরিত করা হয়েছিল যে, শেষ পর্যন্ত তদানীন্তন রাসূল এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ আর্তনাদ করে বলেছিল, আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে?'- এখান থেকে জানা যায় পূর্বের সকল নবী-রাসূল ও তাঁদের অনুসারীগণকে অবর্ণনীয় অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন তথা 'কঠোর প্রতিরোধ' ভোগ করতে হয়েছিল।
- 'তোমরা কি মনে করেছো যে, অতি সহজে জান্নাতে চলে যাবে?'- এখানে মুহাম্মাদ (সা.)এর সাহাবীগণকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, অতি সহজে জান্নাতে যাওয়া যাবে না। এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে- মুহাম্মাদ (সা.)এর সকল সাহাবী সালাত, যাকাত, সিয়াম ইত্যাদি আমল সঠিকভাবে পালন করতেন। তাই এখান থেকে জানা যায়- শুধুমাত্র সালাত, যাকাত, সিয়াম ইত্যাদি আমল পালন করে কেউ জান্নাত পাবে না।

মুহাম্মাদ (সা.)এর অনুসরণ যার সঠিক হবে সে জান্নাত পাবে, এটি নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যায়। সালাত, যাকাত, সিয়াম ইত্যাদি মুহাম্মাদ (সা.)এর সঠিক অনুসরণ

বোঝার মাপকাঠি হলে এ আমলগুলো পালন করলে অবশ্যই জান্নাত পাওয়া যেতো। তাই এ আয়াত থেকে জানা যায়-

- সালাত, যাকাত, সিয়াম ইত্যাদি তথা উপাসনামূলক কোন ইবাদাত মুহাম্মাদ (সা.)এর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি হবে না
- মুহাম্মাদ (সা.)এর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি হবে 'প্রতিরোধ'। তবে সে প্রতিরোধের ধরন পারিপার্শিক অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন ব্যক্তির জন্য বিভিন্ন হবে।

♣♣ তাহলে দেখা যায়- আলোচ্য বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই, ২০পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী ঐ প্রাথমিক সিদ্ধান্তটিই হবে এ বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়।

তাই, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো- রাসূল মুহাম্মাদ (সা.)কে সঠিকভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা তা বোঝার মাপকাঠি হবে ইসলাম বিরোধীদের নিকট থেকে আসা 'প্রতিরোধ' তথা গালা-গালি, অত্যাচার-নির্যাতন, জেল-জুলম, দেশ থেকে বহিষ্কার, হত্যা ইত্যাদির যেকোন একটি বা এগুলোর বিভিন্ন মিশ্রণ। অর্থাৎ 'প্রতিরোধ' আসলে বুঝতে হবে- রাসূল মুহাম্মাদ (সা.)কে সঠিকভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে। আর প্রতিরোধ না আসলে বুঝতে হবে- রাসূল মুহাম্মাদ (সা.)কে সঠিকভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে না।

রাসূল মুহাম্মাদ (সা.)এর 'সঠিক অনুসরণ' বোঝার মাপকাঠি সম্পর্কে সুন্নাহ

রাসূল মুহাম্মদ (সা.)এর জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়- নবুওয়াত প্রাপ্তির আগে ৪০টি বছর তিনি কাটিয়েছেন তখনকার যুগের পৃথিবীর সব থেকে অসভ্য সমাজের মধ্যে। মক্কায় তখনকার সমাজ কেমন অসভ্য ছিল, তা বোঝার জন্যে তাদের জীবন্ত মেয়ে সন্তানদের কবর দেওয়ার বিষয়টাই যথেষ্ট। এই অসভ্য সমাজের মধ্যে থেকেও নবুওয়াতপূর্ব রাসূলের জীবন ছিল পূত পবিত্র। সব দিক থেকে তিনি এমন ভাল মানুষ ছিলেন যে লোকেরা তাঁকে 'আল আমিন' (বিশ্বাসী) উপাধি দিয়েছিল।

এই অতি ভাল মানুষটি নবুওয়াত পেয়ে যে দিন থেকে ইসলামের দাওয়াত দিতে আরম্ভ করলেন, সে দিন থেকেই মক্কার কাফেররা তাঁকে নানাভাবে অত্যাচার-নির্যাতন তথা প্রতিরোধ করতে আরম্ভ করলো। নবুওয়াত প্রাপ্তির পর ১৩টি বছর তিনি মক্কায় ইসলাম প্রচার করেছেন। ইতিহাস সাক্ষী, ঐ ১৩ বছরে রাসূল (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণ ইসলামের বিধি-বিধান মানার ব্যাপারে কোনরকম জোর-জবরদস্তি করেননি এবং মক্কার কাফেররা যে সমস্ত অন্যায় ও অনৈসলামিক কাজ করতো তা বন্ধের জন্যেও কোন রকম বল প্রয়োগ করেননি। এরপরও রাসূল (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের ওপর যে অত্যাচারের স্টিমরোলার চালানো হয়েছিল, তার বর্ণনা পড়লে শরীর শিহরিত হয়ে ওঠে।

কেন মক্কার কাফেররা রাসূল (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণকে (যারা সর্ব দিক দিয়ে অত্যন্ত ভাল মানুষ ছিলেন) এতো কঠোরভাবে প্রতিরোধ করলো? এর কারণ হচ্ছে- তারা কালেমা তায়্যিবার (যেটা বুঝে পড়ে ও মেনে নিয়ে মুসলমান হতে হয়) অন্তর্নিহিত অর্থ ও কুরআনের নাযিল হওয়া সূরাগুলো থেকে বুঝতে পারছিল যে, মুহাম্মাদ (সা.) কে পাঠানো হয়েছে ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। আর তা যদি হয়ে যায়, তবে তারা নিজেদের সুবিধার জন্য যে সব অন্যায়-অত্যাচার, অবিচার ও মানবসভ্যতা ধ্বংসমূলক কাজ করছে তা সব বন্ধ হয়ে যাবে।

কঠোর নির্যাতন-নিপীড়ন সহ্য করে রাসূল (সা.) মক্কায় ইসলাম প্রচারের কাজ করে যাচ্ছিলেন। এভাবে ১৩টি বছর চলে যাওয়ার পর আল্লাহর নির্দেশে তিনি প্রাণপ্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে মদিনায় চলে যান। মদিনায় গিয়ে, রাসূল (সা.) প্রথমেই ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে ঘোষণা করে একটি ছোট্ট ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং রাসূল হিসাবে নিজেই সেই রাষ্ট্রের কর্ণধারের দায়িত্ব নেন। মদীনার ১০ বছরের জীবনেও তাকে অত্যাচার-নির্যাতনসহ চাপিয়ে দেয়া অনেক যুদ্ধের মোকাবেলা করতে হয়েছে।

♣♣ তাহলে বাস্তবেও দেখা যায় যে, মুহাম্মাদ (সা.) এর জীবনেও শত্রুদের নিকট থেকে কঠোর প্রতিরোধ এসেছে। তাই, বিরোধীদের নিকট থেকে আসা অত্যাচার-নির্যাতন তথা প্রতিরোধ হবে রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) এর 'সঠিক অনুসরণ' বোঝার মাপকাঠি- এ বিষয়টি সুন্নাহও সমর্থন করে।

প্রতিরোধের ধরনসমূহ

ইসলাম বিরোধীদের নিকট থেকে নবী-রাসূলগণের প্রতি আসা প্রতিরোধ ছিল বিভিন্ন ধরনের। যেমন- কাউকে হত্যা করা হয়েছিল, কাউকে নির্যাতন করা হয়েছিল, কাউকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল, কাউকে তিরস্কার করা হয়েছিল, কাউকে গালাগালি করা হয়েছিল, কাউকে অন্যভাবে প্রতিরোধ করা হয়েছিল। তাই প্রতিরোধ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন- হত্যা, নির্যাতন, দেশ থেকে বহিষ্কার, নাগরিত্ব হরণ, গালাগালী, জীবন পরিচালনার কর্মকান্ডে নানা ধরনের বাধা ইত্যাদি। আর সকল ধরনের প্রতিরোধই এক ব্যক্তির প্রতি আসতে হবে এমনটি নয়। এক ধরনের প্রতিরোধ একজনের প্রতি এবং অন্য ধরনের প্রতিরোধ অন্য জনের প্রতি আসতে পারে।

প্রতিরোধ যাদের নিকট থেকে অবশ্যই আসতে হবে

এ পর্যায়ে এসে মনে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে- প্রতিরোধ কাদের নিকট থেকে আসবে। এর উত্তর পাওয়া ও বুঝা কোন কঠিন ব্যাপার নয়। ইসলাম বিজয়ী হলে সমাজ, দেশ বা পৃথিবীর যাদেরই স্বার্থের হানি হবে তাদের কাছ থেকে অবশ্যই প্রতিরোধ আসবে। এদেরকে কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী বলা হয়। আর যে গোষ্ঠীর যে পরিমাণ ক্ষতি হবে তার কাছ থেকে সে পরিমাণই প্রতিরোধ আসবে। তাই প্রতিরোধ অবশ্যই সকল

কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর নিকট থেকে আসবে। আর ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় নবী-রাসূলদের প্রতি প্রতিরোধ বেশি এসেছিল, নিম্নের গোষ্ঠী বা শক্তি গুলোর সকলের নিকট থেকে (দু'একটি থেকে নয়)-

১. অনৈসলামী রাজনৈতিক শক্তি

ইসলাম বিজয়ী হলে সমাজ, দেশ বা পৃথিবীর অনৈসলামী রাজনৈতিক শক্তিই সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই প্রতিরোধও সব থেকে বেশি আসে বা আসবে এই শক্তির কাছ থেকে।

২. প্রতিষ্ঠিত ভ্রান্ত ধর্মীয় শক্তি

সকল সমাজে কোন না কোন ধর্মীয় শক্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে। যে সমাজে ইসলাম বিজয়ী শক্তি হিসেবে নেই, সেখানে ভ্রান্ত ইসলামী শক্তি কোন না কোনভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই ভ্রান্ত ইসলামী শক্তির নিকট থেকেও যথেষ্ট প্রতিরোধ আসে। এই শক্তির একটা বিশেষ ক্ষতিকর দিক হলো- তারা ইসলামের নামেই কথা বলে তাই সাধারণ মানুষ তাদের কথা সহজে গ্রহণ করে। আর চিরসত্য একটা কথা হলো- যে ভুল জানে তাকে সঠিক কথা গ্রহণ করানো, যে জানে না তাকে গ্রহণ করানোর চেয়ে অনেক কঠিন।

৩. অনৈসলামী অর্থনৈতিক শক্তি

অনৈসলামিক পদ্ধতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য করে যারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ইসলাম বিজয়ী হলে তাদেরও স্বার্থের যথেষ্ট হানি ঘটবে। তাই তারাও প্রতিরোধে নেমে পড়বে।

৪. অনৈসলামী সাংস্কৃতিক শক্তি

ইসলাম বিজয়ী হলে অনৈসলামী সাংস্কৃতিক চর্চা বন্ধ হয়ে যাবে। তাই এ শক্তির নিকট থেকেও যথেষ্ট প্রতিরোধ আসে বা আসবে।

মনে রাখতে হবে, এ চারটি গোষ্ঠীর সকলের নিকট থেকে প্রতিরোধ আসতে হবে। একটি বা দু'টি থেকে আসলে সেটি অবশ্যই রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) এর সঠিক অনুসরণ হচ্ছে কিনা তা বোঝার মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না।

আদম (আ.) ও সোলায়মান (আ.) এর উপর প্রতিরোধ এসেছিল কিনা

মনে প্রশ্ন যাগা স্বাভাবিক যে, আদম (আ.) এর সময় তেমন মানুষ ছিল না। তাই তাঁর প্রতি কি প্রতিরোধ এসেছিল? আর সোলায়মান (আ.) কে আল্লাহই শাসন ক্ষমতা দিয়েছিলেন। তাই তাঁর প্রতি কিভাবে প্রতিরোধ এসেছিল?

পূর্বেই বলা হয়েছে, প্রতিরোধ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। হত্যা, শারীরিক নির্যাতনই শুধু প্রতিরোধ নয়। গালাগালিও প্রতিরোধ। আদম (আ.)এর এক ছেলে (কাবিল) দুষ্ট ছিল। তাই, তার ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনী বা তার পরের স্তরের কোন ব্যক্তি আদম (আ.)কে গালাগালিও দেননি, এটি গ্রহণযোগ্য কথা হবে কী? আর সোলায়মান (আ.)

আল্লাহর মাধ্যমে শাসন ক্ষমতা পেলেও তার রাষ্ট্রের কেউ তাকে গালাগালিও দেয়নি এটিও গ্রহণযোগ্য কথা হতে পারে না।

রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) এর 'সঠিক অনুসরণ' বোঝার মাপকাঠি সম্বন্ধে ইসলামের সার্বিক চূড়ান্ত রায়

এ পর্যন্তকার আলোচনা হতে কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense এর আলোকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে-

- রাসূল মুহাম্মাদ (সা.)এর 'সঠিক অনুসরণ' বোঝার মাপকাঠি হলো- বিরোধীদের নিকট থেকে আসা অত্যাচার-নির্যাতন তথা 'প্রতিরোধ'। অর্থাৎ প্রতিরোধ আসলে বুঝতে হবে রাসূল (সা.) কে সঠিকভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে। আর প্রতিরোধ না আসলে বুঝতে হবে আনুসরণ সঠিক হচ্ছে না।
- প্রতিরোধ আসতে হবে সকল ধরনের কায়েমী স্বার্থবাদীদের নিকট থেকে। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত অনৈসলামীক রাজনৈতিক শক্তি, প্রতিষ্ঠিত ভ্রান্ত ধর্মীয় শক্তি, প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক শক্তি ও প্রতিষ্ঠিত সাংস্কৃতিক শক্তি-এদের সকলের নিকট থেকে। দু'এক বিভাগের নিকট থেকে আসলে চলবে না।
- প্রতিরোধের ধরন বিভিন্ন জনের জন্য বিভিন্ন হবে

মুহাম্মাদ (সা.) কে প্রেরণের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের উপযুক্ত জনশক্তি তৈরীর পদ্ধতির বিষয়ে কুরআন

এ বিষয়টি আল কুরআনের ৪টি স্থানে মহান আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। স্থান চারটি হলো-

স্থান-১

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্য থেকে তাদের কাছে এমন একজন রাসূল পাঠান যিনি তাদের আপনার আয়াত পাঠ করে শুনাবেন, কিতাব ও জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন; নিশ্চয় আপনি মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

(বাকারা/২ : ১২৯)

স্থান-২

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ.

অর্থ: যেমন আমরা তোমাদের মাঝে তোমাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছি, যে তোমাদের কাছে আমার আয়াত পাঠ করে, তোমাদেরকে পরিশুদ্ধ করে, তোমাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা (জ্ঞান-বিজ্ঞান) শিক্ষা দেয় এবং তোমাদেরকে (এমন বিষয়) শিক্ষা দেয় যা তোমরা জানতে না।

(বাকারা/২ : ১৫১)

স্থান-৩

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ .

অর্থ: আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন যখন তিনি তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছেন, যে তাঁর আয়াতসমূহ তাদের নিকট পাঠ করে, তাদের পরিশুদ্ধ করে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত (জ্ঞান-বিজ্ঞান) শিক্ষা দেয়; যদিও তারা ইতঃপূর্বে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় ছিলো।

(আলে-ইমরান/৩ : ১৬৪)

স্থান-৪

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ .

অর্থ: তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তাদের পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেন; যদিও তারা এর পূর্বে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে ছিলো।

(জুমু'য়া/৬২ : ২)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা: এ চারখানি আয়াতে রাসূল (সা.) এর চারটি কাজের কথা বলা হয়েছে। কাজ চারটি হলো-

১. মানুষকে আল্লাহর আয়াত পড়ে শুনানো
২. মানুষকে পরিশুদ্ধ করা
৩. মানুষকে কুরআন শিক্ষা দেয়া
৪. মানুষকে সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া।

অনেকে অসতর্কভাবে এ আয়াতগুলোতে উল্লেখ থাকা ৪টি কাজকে রাসূল (সা.)কে পাঠানোর উদ্দেশ্য হিসাবে ধরে নিয়েছেন এবং শুধু এ ৪টি কাজের একটি বা কয়েকটি করেই তারা নবী-রাসূলগণের সঠিকভাবে অনুসরণ করছেন বলে মনে করছেন। কেউ

বলছে, আমরা দাওয়াতী কাজের মাধ্যমে রাসূল (সা.)কে সঠিকভাবে অনুসরণ করছি, কেউ বলছে শিক্ষা দানের মাধ্যমে আমরা রাসূল (সা.)কে সঠিকভাবে অনুসরণ করছি, কেউ বলছে আত্মশুদ্ধির শিক্ষাদানের মাধ্যমে আমরা তা করছি ইত্যাদি।

কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense এর আলোকে ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি যে, রাসূল (সা.)-কে প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের জীবনের প্রতিটি দিকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আদেশ, নিষেধ, উপদেশকে বিজয়ী বা প্রতিষ্ঠা করা। ইসলাম শাসন ক্ষমতায় না থাকলে এটি হওয়া সম্ভব নয়। তাই, এটি খুবই কঠিন কাজ। আর তাই, এটা করতে গেলে সর্বপ্রথম এ কাজ করার উপযোগী জনশক্তি তৈরি করতে হবে। এ জন্য যে কাজগুলো করতে হবে মহান আল্লাহ সেটিই এ আয়াতসমূহের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। কাজগুলো হলো-

১. মানুষকে কুরআন পড়ে শুনানো

রাসূল (সা.)-এর এ কাজের মাধ্যমে মানুষ ইসলামের সকল মূল (প্রথম স্তরের মৌলিক), অনেক দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক এবং ২/১টি অমৌলিক বিষয় সরাসরি নির্ভুল উৎস কুরআন থেকে জানতে পারতো

২. মানুষকে পরিশুদ্ধ করা

এ কাজের মাধ্যমে রাসূল (সা.)- মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিক (মন-মগজ, চিন্তা-ভাবনা, উপাসনা, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, পেশাগত, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, আন্তর্জাতিক ইত্যাদি) কুরআনের জ্ঞানের আলোকে পরিশুদ্ধ করতেন

৩. মানুষকে কুরআন শিক্ষা দেয়া

এ কাজের মাধ্যমে রাসূল (সা.) কুরআনের যে স্থানগুলোর ব্যাখ্যার প্রয়োজন হতো সেগুলো ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন

৪. মানুষকে সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া

এ কাজের মাধ্যমে রাসূল (সা.) মানুষকে সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। এ কারণেই মুসলিম জাতি কয়েকশত বছর সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ ছিল।

যে কোন আদর্শ বিজয়ী করতে হলে এ ধরনের কাজ করা যে পূর্ব শর্ত, আশা করি সবাই এক বাক্যে স্বীকার করবেন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আল্লাহ্ ৩টি সূরার ৪টি আয়াতে এ কাজগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন।

বর্তমান ও ভবিষ্যত বিশ্বের মুসলিমদেরকে এ চারটি উপায়ে মুহাম্মাদ (সা.)কে অনুসরণ করার যোগ্য লোক (জনশক্তি) তৈরী করতে হবে। আর এ ৪টি কাজের মাধ্যমে মানুষ গঠনের সময় মুহাম্মাদ (সা.)কে প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য সাধনকে সর্বোক্ষন সামনে রাখতে হবে। তা রাখা না হলে এ কাজ সমূহের মাধ্যমে যে মানুষ তৈরী হবে তাদের দ্বারা ইসলামের লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হবে।

একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার হবে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের রোগ নিরাময়ের চেষ্টা করা। আর মেডিকেল কলেজগুলোর কাজ হচ্ছে ঐ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে উপযুক্ত লোক অর্থাৎ চিকিৎসক তৈরি করা। এখন যদি কোন মেডিকেল কলেজ ঐ উদ্দেশ্যকে সামনে না রেখে চিকিৎসক তৈরি করে তবে সেখান থেকে যে চিকিৎসক তৈরি হবে মানুষের রোগ নিরাময় করা তাদের উদ্দেশ্য হবে না। তাই তারা যখন চিকিৎসা করবে তখন তাদের দ্বারা মানুষের রোগ নিরাময় তো হবেই না, বরং যা হবে তা হলো-

১. চিকিৎসা বিজ্ঞানের সুফল মানুষ পাবে না
২. চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতি মানুষের বিশ্বাস দুর্বল হয়ে যাবে। এমনকি মানুষ চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে যাবে
৩. যেহেতু ঐ চিকিৎসকরা নামে চিকিৎসক, তাই মানুষ তাদের কথা চিকিৎসা বিজ্ঞানের কথা হিসেবে সহজে গ্রহণ করবে এবং প্রতারিত হবে।

তাই, মুহাম্মাদ (সা.)কে পাঠানোর মূল উদ্দেশ্যকে সামনে না রেখে মানুষ তৈরী করলে যেটি ঘটবে তা হলো-

১. তারা এবং যারা তাদের অনুসরণ করবে তারাও ইসলামের সুফল পাবে না
২. ইসলামের প্রতি মানুষের বিশ্বাস দুর্বল হয়ে যাবে
৩. চেহারা, বেশভূষা ও কথাবার্তায় তাদের ইসলামী ব্যক্তিত্ব বলে মনে হবে, তাই তাদের কথা মানুষ সহজে ইসলামের কথা বলে গ্রহণ করবে এবং পরিনামে প্রতারিত হবে।

বর্তমানে বিশ্বে যারা রাসূল মুহাম্মাদ (সা.)কে দুনিয়ায় পাঠানোর আল্লাহর উদ্দেশ্যকে সামনে না রাসূল (সা.)কে অনুসরণ করছেন, তাদের দ্বারা ইসলামের উপরোক্ত ৩টা ক্ষতি হচ্ছে। তারা সেটি বুঝতে না পারলেও সাধারণ মুসলমানদের অবস্থা দেখে তা সহজে বুঝা যায়।

মুহাম্মাদ (সা.)কে অনুসরণ করামূলক কাজটি কবুল হওয়ার জন্য সার্বিকভাবে যে শর্তসমূহ পূরণ করতে হবে

কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense অনুযায়ী যে কোন আমল (কাজ) কবুল হওয়ার শর্তসমূহ হলো-

১. আমলটি করার সময় আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সর্বোক্ষণ সামনে রাখা
২. আমলটির ব্যাপারে আল্লাহর বলে দেয়া উদ্দেশ্য জানা এবং আমলটি করার মাধ্যমে ঐ উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে বা হবে কিনা তা সবসময় খেয়াল রাখা
৩. আল্লাহর জানিয়ে দেয়া পাথেয়কে আমলটির উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম হিসেবে পালন করা

৪. আল্লাহ তা'য়ালা বা রাসূল (সা.) এর জানিয়ে দেয়া পদ্ধতি অনুযায়ী আমলটি করা।
৫. আমলটি আনুষ্ঠানিক হলে- প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো নেয়া
৬. আমলটি আনুষ্ঠানিক হলে- অনুষ্ঠান থেকে নেয়া শিক্ষাগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করা
৭. আমলটি ব্যাপক হলে- আল্লাহর জানিয়ে দেয়া মৌলিক বিষয়ের একটিও বাদ না দেয়া
৮. আমলটি ব্যাপক হলে- গুরুত্ব অনুযায়ী কর্মকাণ্ডটির বিষয়গুলো পালন করা

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে- 'আমল কবুলের শর্তসমূহ নামক' বইটিতে।

মুহাম্মাদ (সা.)কে অনুসরণ করা একটি ব্যাপক কর্মকাণ্ড। এ কর্মকান্ডে মধ্যে আনুষ্ঠানিক কাজও উপস্থিত আছে। তাই মুহাম্মাদ (সা.)কে অনুসরণ করামূলক কাজটি কবুল হওয়ার সার্বিকভাবে যে শর্তসমূহ পুরণ করতে হবে তা হলো নিম্নের আটটি-

১. মুহাম্মাদ (সা.)কে অনুসরণ করার সময় আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সর্বোক্ষণ সামনে রাখতে হবে
২. মুহাম্মাদ (সা.)কে অনুসরণ করার সময় তাকে দুনিয়ায় প্রেরণ করার উদ্দেশ্যটি জানতে হবে এবং অনুসরণ করার সময় ঐ উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে বা হবে কিনা তা সবসময় খেয়াল রাখা
৩. আল্লাহর জানিয়ে দেয়া পাথেয়কে (উদ্দেশ্য বিভাগের কাজ ভিন্ন অন্য সকল কাজ) মুহাম্মাদ (সা.)কে প্রেরণের উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম হিসেবে পালন করা
৪. আল্লাহ তা'য়ালা বা রাসূল (সা.) এর জানিয়ে দেয়া পদ্ধতি অনুযায়ী মুহাম্মাদ (সা.)কে অনুসরণের আমলটি পালন করা
৫. মুহাম্মাদ (সা.)কে অনুসরণের আমলগুলোর মধ্যে থাকা আনুষ্ঠানিক কাজগুলোর অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো মনে-প্রাণে গ্রহণ করা
৬. মুহাম্মাদ (সা.)কে অনুসরণের আমলগুলোর মধ্যে থাকা আনুষ্ঠানিক কাজগুলোর অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে নেয়া শিক্ষাগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করা
৭. মুহাম্মাদ (সা.)কে অনুসরণের আমলগুলোর মধ্যে থাকা মৌলিক কাজের একটিও বাদ দেয়া যাবে না
৮. মুহাম্মাদ (সা.)কে অনুসরণের আমলগুলোর মধ্যে থাকা মৌলিক কাজগুলো গুরুত্ব অনুযায়ী আগে বা পরে পালন করা

বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের মুহাম্মাদ (সা.)কে অনুসরণের কাজটি বাস্তবে দেখলে তাদের কয়জনের সেটি কবুল হচ্ছে তা বুঝা মোটেই কোন কঠিন বিষয় নয়।

শেষ কথা

উপরে বর্ণিত তথ্যগুলো জানার পর, আমার তো মনে হয়, কুরআন ও সুন্নাহ বিশ্বাস করে এবং Common sense জাগ্রত থাকা কোন মুসলমানের মনে এ ব্যাপারে সন্দেহ থাকা উচিত নয় যে, রাসূল মাহাম্মাদ (সা:)কে প্রেরণের পেছনে আল্লাহর মূল উদ্দেশ্য হলো- মানুষের জীবনের প্রতিটি দিকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ইত্যাদিকে বিজয়ী বা প্রতিষ্ঠা করা। ইসলাম বিজয়ী না থাকলে এটি হওয়া সম্ভব নয়। আর রাসূল মাহাম্মাদ (সা.) কে তথা সুন্নাহর সঠিকভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা তা বোঝার মাপকাঠি হলো 'প্রতিরোধ'।

সবশেষে আসুন আমরা সবাই কায়মনোবাক্যে আল্লাহর নিকট দোয়া করি, তিনি যেনো আমাদের রাসূল মাহাম্মাদ(সা.)কে প্রেরণের সঠিক উদ্দেশ্যটিকে সামনে রেখে তাঁকে সঠিকভাবে অনুসরণ করার তৌফিক দান করেন। আমীন, ছুম্মা আমীন।

সমাপ্ত

লেখকের বইসমূহঃ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য
২. মুহাম্মদ (সা.) কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মুমিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. আ'মল কবুলের শর্তসমূহ প্রচলিত ধারাণা ও সঠিক চিত্র
৬. Common sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক অবস্থান জানার সহজ ও সঠিক উপায়
৯. ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করলে গুনাহ হবে কিনা?
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি
১২. ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও Common sense ব্যবহারের ফর্মুলা
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. 'ঈমান থাকলেই জান্নাত পাওয়া যাবে' বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা
১৬. শাফায়াতের দ্বারা কবীরাহ গুনাহ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. 'তাকদীর পূর্ব নির্ধারিত'– কথাটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি- প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. হাদীসশাস্ত্র অনুযায়ী, সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরাহ গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্যে শিরক বা কুফরী নয় কি?
২২. গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ
২৩. অমুসলিম পরিবার বা সমাজে মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে কিনা?
২৪. 'আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয়' তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিকির-প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৬. কুরআনের অর্থ (তরজমা) ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ-কথাটি কি সঠিক?
২৯. ইসলামী বক্তব্য,লেকচার বা ওয়াজ উপস্থাপনের ফর্মূলা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্ব মানবতার মূল জ্ঞানে ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. আল কুরআনে রহীত (মানসুখ) আয়াত আছে- প্রচলিত এ কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা

৩৩. ফিকাহ শাস্ত্রের সংস্করণ বের করা মুসলিম জাতির জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কী?

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (আরবী ও বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (শুধু বাংলা)
৩. শতবার্তা
(পকেট কনিকা যাতে আছে উপরোল্লিখিত ৩৩টি বইয়ের মূল শিক্ষাসমূহ)
৪. কুরআনের ২০০ শব্দের অভিধান
(যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ)

প্রাপ্তিস্থানঃ

- ❑ কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
১১,শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরন, মগবাজার, ঢাকা।
ফোন: ৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭
- ❑ দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল, ৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা। ফোন : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫
- ❑ আহসান পাবলিকেশন, ৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা, ফোন:০২-৫৭১৬৪০৪৯
- ❑ আহসান পাবলিকেশন, কাটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স, কাটাবন মোড়, ঢাকা ফোন: ০২৯৬৭০৬৮৬
- ❑ প্রফেসর বুক কর্ণার, ওয়্যারলেস রেলগেইট, মগবাজার, ঢাকা।
- ❑ সানজানা লাইব্রেরী, ১৫/৪ ব্লক সি, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর ঢাকা-১২০৭
- ❑ বিশ্বাস লাইব্রেরী, ৮/৯ বনশ্রী (মসজিদ মার্কেট)আইডিয়াল স্কলের পাশে
- ❑ Good World লাইব্রেরী, ৪০৭/এ খিলগাও চৌরাস্তা, ঢাকা-১২১৯
- ❑ আল ফারুক লাইব্রেরী, টঙ্গী বাজার, টঙ্গী, গাজীপুর।
- ❑ আইডিয়াল বুক সার্ভিস, মিরপুর-১০, ঢাকা।
- ❑ আজাদ বুক হাউস, আন্দরকিল্লাহ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স, চট্টগ্রাম।
- ❑ সালেহিয়া লাইব্রেরী, হেলাতলা মসজিদ রোড, খুলনা।
- ❑ হেলাল বুক ডিপো, ভৈরব চত্বর, দড়াটানা, যশোর।
- ❑ আরাফাত লাইব্রেরী, আব্দুল ওয়াহেদ সুপার মার্কেট মিশন স্কুলের সামনে,কুষ্টিয়া।
- ❑ এটসেটেরা বুক ব্যাংক, মাওলানা ভাষানী সড়ক, ঝিনাইদহ।
- ❑ কাটাবন বুক কর্ণার, কাটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স, কাটাবন মোড়, ঢাকা।
- ❑ আমিন বুক সোসাইটি, আন্দরকিল্লা মসজিদ কমপ্লেক্স, চট্টগ্রাম।
- ❑ জামির কোচিং সেন্টার, ১৭/বি মালিবাগ চৌধুরী পাড়া, ঢাকা। মোবাইল:০১৯৭৩৬৯২৬৪৭
- ❑ বায়েজিদ অপটিক্যাল এ্যান্ড লাইব্রেরী, ডিআইটি মসজিদ মার্কেট, না.গঞ্জ মোবাইল: ০১৯১৫০১৯০৫৬

এছাড়াও অভিজাত লাইব্রেরীসমূহে পাওয়া যাচ্ছে।